বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্বে

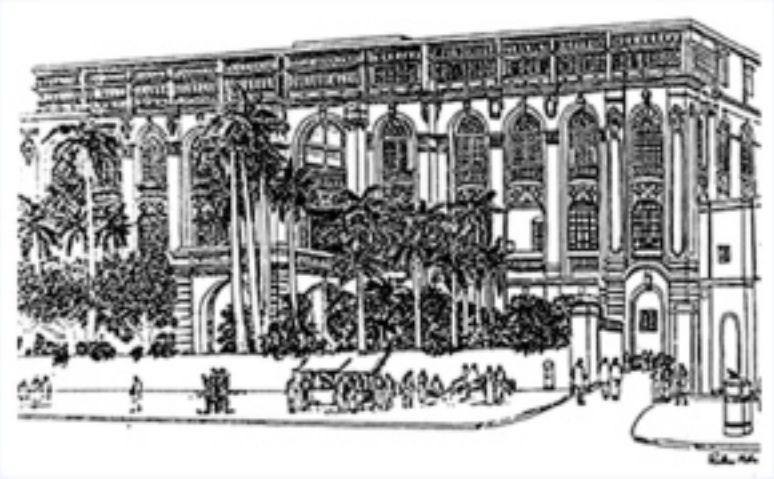

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি এবং প্রাক্তনী সংসদ
ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্বে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভ এবং
শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতিসহ

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি এবং প্রাক্তনী সংসদ
ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ
২৫ জানুয়ারি ২০২৫

বিনিময় একশত টাকা

অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স সেন্টিনারি কমিটি এবং অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, বিজ্ঞান কলেজ, রাসবিহারী প্রাঙ্গণ কর্তৃক প্রকাশিত; এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

কথামুখ

চারদিকে এখন ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপক আয়োজন। গোলকায়িত ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রিক কর্মযজ্ঞে, স্থানিক ক্ষমতাবাজ নির্বিবেকী রাজনীতির সম্মিলিত সম্মোহনে এই আয়োজনের ঢাকে কাঠির শব্দের ডেসিবেল কত তা' জানার সময় আমাদের নেই। বিস্মরণ আর ক্ষমতার দ্বৈরথ নিয়ে মিলান কুন্দেরা-র কথাটি আরও প্রাসঙ্গিক মনে হয় একালে The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting; প্রায় দুই দশক আগে প্রিয় লেখক কুন্দেরা-র প্রথম যে বইখানি পড়ি– *Immortality* –সেটি এখনও আমার কাছে হঠাৎ-লাগা ঝোড়ো বাতাসের ঝটকা। অতীত, স্মৃতি আর ইতিহাস এই তিনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা ঠিক কী! সময় প্রবাহের সঙ্গে স্মৃতি আর কল্পনার বিভাজন রেখাটি যদি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে কিভাবে আমরা অতীতের পুনর্নির্মাণ করব? বঙ্গীয় তথা ভারতবর্ষের উনিশ শতকীয় রেনেশাঁসের আবছা দরজায় তবু আভূমি নত হয়ে মনে করার চেষ্টা করি কিভাবে সেদিন কিছু শিক্ষাবিদের মনে হয়েছিল দেশে শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক-কারিগরী ঝোঁক নিয়ে আসার আশু প্রয়োজনীয়তা। নয়তো দেশের শিল্পোন্নতি হবে সুদূর মরীচিকা। শুধু গানের কথা দিয়েই কি ভারত আবার জগৎসভার মুখোমুখি দাঁড়াবে! তাঁরা জানতেন আমাদের উপমহাদেশের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা কবেই দিশা হারিয়েছে প্রতিক্রিয়ার অশুভ গ্রহণে। উপনিবেশের ভূখন্ডে দাঁড়িয়ে তাঁরা জানতেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতার মডেলটি এখন পশ্চিমের করায়ত্ত। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাকে আয়ত্বাধীন করে তার সদ্ব্যবহার অতি আবশ্যক। অথচ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্ত জোর পড়েছিল বিজ্ঞান-বর্জিত বিদ্যার উপর। ঔপনিবেশিক শাসকের শিক্ষা প্রসারের সীমানা ছিল উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির মধ্যে কিছু উপার্জনী বৃত্তির সুযোগ এনে দেওয়া– শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, সরকারি ও বাণিজ্যিক কর্মচারি সৃষ্টি করা– আর নিম্ন-মধ্য শ্রেণি থেকে কেরানি সংগ্রহ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিসরটি উপেক্ষিত ছিল সচেতনভাবেই। উপনিবেশের বিষয়টিও কম জটিল নয়। এটা ঠিক যে ইওরোপের উত্তর-রেনেশাঁস

কালের আধুনিক বিজ্ঞানের কাঠামোটিই ভারতবর্ষে গৃহীত হয় উনিশ শতকের অন্তে। তারই ধারায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। রামন-সাহা-বোস-রামানুজম। তাই স্বদেশী বিজ্ঞান বলতে যদি বুঝি আর্যভট্ট-ভাস্করাচার্যের উত্তরাধিকার, সেটি ঐতিহাসিকভাবেই সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গত, ১৮২৩ সালে রামমোহন রায় বড়লাটকে লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছিলেন যে আমাদের প্রয়োজন 'useful sciences' 'আবশ্যকীয় বিজ্ঞান শিক্ষা', যথা গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা। কর্তৃপক্ষ সেদিন রামমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের অর্ধশতক পরেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। আমরা যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি-পাঠ প্রবর্তনের ধারায় ফলিত বিজ্ঞানের উন্মেষের দিনগুলির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে রাখি, তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের প্রবর্তনের ধারাটিকে বুঝতেই হবে। স্যার আশুতোষ যখন ১৯০৬ সালে প্রথম বারের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন, তখন সময়কাল খুব সুখের ছিল না। কী সময়ই না গিয়েছে! বঙ্গভঙ্গের বয়স তখন এক বছর। লর্ড কার্জনের ইউনিভার্সিটি কমিশন আর ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের তীব্র প্রতিক্রিয়া বাংলার বিদ্বৎসমাজে। তাঁর ১৯০৪ সালের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে শিক্ষার মান উন্নয়নের অছিলায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা-সংকোচন, বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস, শিক্ষিত রাজদ্রোহীদের কোণঠাসা করে ফেলা। শ্লেষ বিদ্রূপে বঙ্গসমাজকে অপমান করতে ছাড়েননি। আর অপরদিকে বিশিষ্ট মান্যবর ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সদ্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ নিয়ে, যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আদিগন্তবিস্তারী ট্রোলিং– 'গোলবাড়ির গোলামখানা', ব্রিটিশদের চাকর তৈরির কারখানা। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার হাতে নেওয়া মানে তো অগ্নিবলয়ে প্রবেশ। ঘরের লোক আর পরের লোক দু'য়েরই চক্ষুশূল হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু তিনি তো স্যার আশুতোষ– উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রজ্বল উত্তরাধিকার। অসাধারণ পান্ডিত্য আর ব্যক্তিত্বকে সহায় করে অশান্ত বেষ্টনীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে চালনা করলেন নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়ে। যে প্রতিষ্ঠান ছিল শুধু স্কুল-কলেজের পরীক্ষা গ্রহণের ভারবাহী যন্ত্র তাতে জুড়লেন দুটি ডানা– উচ্চশিক্ষা আর গবেষণার। দুই দফার (১৯০৬-১৯১৪ এবং ১৯২১-১৯২৩) ভাইস-চ্যান্সেলারের কার্যক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল এশিয়ার অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৪-এ খুলে গেল রাজাবাজারের ৯২ আপার সার্কুলার রোডে তারকনাথ পালিতের বাগানবাড়িকে কেন্দ্র করে সায়েন্স কলেজের ক্যাম্পাস। এবং তারপরে তাঁরই বসতবাটিতে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ।

তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ এই দুই ব্যারিস্টারের উদার আর্থিক সহায়তা– যা আজকের মূল্যে কয়েক শত কোটি টাকা– ব্যতিরেকে বিজ্ঞান কলেজের উন্মেষ অসম্ভবা থেকে যেত। পালিত ও ঘোষের দানের অন্যতম শর্ত ছিল দানের অর্থে নিযুক্ত অধ্যাপকদের ভারতীয় হতে হবে। আরও যেসব শর্ত তাঁরা দিয়েছিলেন সেখানে বৈদগ্ধ ও প্রজ্ঞার সমন্বয় আমাদের বিস্মিত করে। এসবেরই তথ্যনিষ্ঠ উপস্থাপনা আছে অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখায়। তাঁর সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ন্যারেটিভে ধরা পড়েছে বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার জটিল চলমান ছবিখানি। তাঁর সেই বয়ানে শুধু ইতিহাসই নয়, আমাদের অতলান্তে জেগে ওঠে সেই বোধ যা আমাদের দেখিয়ে দেয় সেই পথ যতটা বন্ধুর ছিল, ততটাই ছিল উদ্দীপক। সেদিন শহরজুড়ে গঞ্জ কাঁপিয়ে কোথাও স্যার আশুতোষ বা পালিত বা ঘোষের হোর্ডিং ছিল না। এমনকি ছিল না লর্ড কার্জনেরও। সেদিন সেনেট সিন্ডিকেটকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের কোন চাপ ছিল না। সেদিন শিক্ষার মুখগুলিতে মিডিওক্রিটির ক্যানসার দানা বাঁধেনি। স্যার আশুতোষ বিপ্লবী ছিলেন না। বরং তাঁর দ্বিতীয় বারের উপাচার্য থাকার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-পরিসরকে অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল তরঙ্গ থেকে মুক্ত রাখার সচেতন প্রয়াস করেছিলেন। অথচ নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল- এমনকি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত না থেকেও। আশুতোষ কোনদিনই জাতীয় শিক্ষার আওতায় আসেননি। আবার এই ব্রিটিশ সরকারই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসিত সত্তায় ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল তখন তীব্র ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। প্রাক-আশুতোষ ও উত্তর-আশুতোষ বিজ্ঞান শিক্ষায় হয়ে উঠেছিল কি বিপুল গুণগত পার্থক্য। যতদূর মনে হয় পালিত-ঘোষের সঙ্গে তাঁর মিলিত উদ্যমের পিছনে এই দৃষ্টিকোণের মিল সহায়ক হয়েছিল। আজ আশুতোষের মৃত্যুর একশ' বছর পরে দাঁড়িয়ে যদি পিছনে তাকাই তবে দেখব জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের আবেগ এবং আশুতোষ-পালিত-ঘোষ-এর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকেন্দ্রিক উদ্যমের আপাত-সমান্তরাল পদসঞ্চারের চেয়ে গভীরতর সত্য ছিল দুইয়ের পারস্পরিক পরিপূরকতা। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ১৯৭৫ সালের জন্মদিনের ভাষণে অধ্যাপক সুশোভন সরকার বলেছিলেন : *১৯১০-এর আগেই জাতীয় শিক্ষার অভিযান স্তিমিত হয়ে আসে। এর একটা কারণ কি পরিষদ-নেতাদের রক্ষণশীলতা? ১৯০৬ সালে ছাত্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ার পরমুহূর্তে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেনি, হয়ত বা মডারেট নেতাদের অতি সাবধানতার জন্য। অনুকূল সময় পার হয়ে গেলে সাফল্য দুষ্কর হয়ে ওঠে। মফঃস্বলে বহু জাতীয় শিক্ষা স্কুল চরমপন্থী প্রভাবের আওতায় পড়ল– তারা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্বীকৃতি পর্যন্ত চাইল না।* মনে হয় সমষ্টির আন্দোলন আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পরিপূরকতার প্রশ্নটি ঠিক এখানেই

প্রাসঙ্গিক। ক্ষমতা আজ এই উভয় স্মৃতিকেই ভুলিয়ে দেওয়ার খেলায় সীমাহীন পারঙ্গমতা অর্জন করেছে। গণ-বিস্মরণ এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগোয়। আজ ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের শতবর্ষের কালখন্ডে দাঁড়িয়ে আমাদের RNC স্যারের মনন-প্রসারী কলমে এই বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠান্তরে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার উন্মেষের দিনগুলির টানাপোড়েনের যে তথ্যময় চালচিত্র উঠে এসেছে তা' আমাদের বিস্মরণ-কামী বিধ্বংসী শক্তির সামনে একটুকরো প্রতিস্পর্ধী নির্মাণ। কেউ ভোলে না কেউ ভোলে।

—সত্যবান রায়

সত্যবান রায় ১৯৭৫ ব্যাচের ছাত্র। কাজ করেছেন হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার এবং থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে। কর্মজীবন শেষ করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির হাইডেল পাওয়ারের চিফ ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে।

বিষয়সূচি

প্রস্তাবনা	৯
প্রাককথন	১২
বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা	১৯
কারিগরি শিক্ষা নিয়ে ভাবনা	২২
স্যার তারকনাথ পালিতের দুই পর্বের দান	২৩
স্যার রাসবিহারী ঘোষের প্রথম পর্বের দান	৩৫
বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পর্বের অধ্যাপকগণ	৪৫
স্যার রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দফার দান	৪৮
স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে পি এন ঘোষের নিয়োগ	৫০
দু'টি উল্লেখজনক ঘটনা	৫১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের অবহেলা	৫২
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন ১৯১৭	৫৪
অর্থের অনটন ও শিক্ষা বিভাগের সাথে বিতর্ক	৬১
কারিগরি বিভাগের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক অনুদানের আবেদন	৬৪
বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ	৬৯
শিক্ষামন্ত্রী'র অভিযোগের জবাবে আশুতোষের ব্যাখ্যা	৭১
বাংলা সরকারের শর্তাধীন সাহায্যের আশ্বাস	৭৪
প্রাদেশিক সরকারের শর্তাধীনে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ	৭৫
উপাচার্য পদের লোভ দেখানোয় আশুতোষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া	৮৪

প্রাদেশিক সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল ৮৫
স্যার আশুতোষ মুখার্জীর জীবনাবসান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় দিক বদল ৮৬
সংযোজন ৯০

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্বে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভ এবং শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতি সহ]

প্রস্তাবনা

আজ থেকে একশ বছরেরও আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ এবং তার কয়েক বছর পর কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কত ধরনের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে, কাদের সাহায্যে, এবং কী কঠিন প্রয়াসের ফলে সেটা সম্ভব হয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। সেই ইতিহাস লেখা যে কতখানি জরুরী, সেই বার্তা দেবার উদ্দেশ্যে এই সংকলন। এর জন্য এক'শ বছরেরও আগের দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করা দরকার ছিল। আনন্দের কথা যে বেশ কিছু তথ্য আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। সেটা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্তসমূহ বই আকারে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাজ সেনেট ও সিন্ডিকেটে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া হয় না। ফলে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু হয়েছে বা ঘটেছে সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণী আকারে নথিবদ্ধ রয়েছে। পুরনো দিনের সেই সমস্ত নথি বছর বছর ছাপা বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে থাকে। এখন সেই সমস্ত বইয়ের স্ক্যান করা কপির আর্কাইভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। যে কেউ চাইলেই সেই সমস্ত নথি দেখতে পারেন।

তবে আর্কাইভে সব তথ্য থাকলেও তার থেকে দরকারি তথ্যটুকু বার করে আনা সহজ কাজ নয়। কারণ তথ্যগুলি বিষয় হিসেবে ভাগ করা নেই। বা কোনো সফটঅয়্যারের সাহায্যে বিশেষ তথ্যটি খুঁজে বের করার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য চাইলেই বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া সহজ নয়।

যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে সেটাই তুলে ধরছি। ইতিহাস রচনা নয়, বরং বলা যেতে পারে ইতিহাসের উপাদানগুলি যথাসম্ভব জড়ো করাই এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এমন কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং তাই নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়াগুলি উদ্ধৃতির আকারে হুবহু তুলে ধরেছি। সঙ্গে সংযোজনকারী কিছু মন্তব্য যোগ করেছি। মূল লেখা বাংলাতেই, উদ্ধৃতিগুলি ইংরেজীতে থাকবে। উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ করতে গেলে দেখেছি পুরনো দিনের সেই সব মানুষদের বলা কথার পুরো ভাবটা বোঝানো যাচ্ছে না।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে। একটা চিঠির উদ্ধৃতি দেব। চিঠির লেখক সেই সময়ে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সংক্ষেপে যাঁকে আমরা আচার্য পি সি রায় বলে জানি। তিনি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের প্রথম পালিত অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি ষাট বছরে পদার্পণ করবেন। এই সংবাদ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন। লিখছেন যে অচিরেই তাঁর ষাট বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তাঁর কার্যকাল শেষ হচ্ছে। তাই তাঁকে যেন কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এখানে খেয়াল করার বিষয় যে তিনি নিজেই নিজের কার্যকাল শেষ হওয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাচ্ছেন। স্মরণ রাখতে বলি যে তখন আচার্য পি সি রায়ের খ্যাতি জগৎজোড়া।

আচার্য পি সি রায়ের চিঠি সিন্ডিকেট সভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। সিন্ডিকেটের সমস্ত সদস্য একযোগে সহমত হন যে ওনার কার্যকাল আরও পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হোক। এবং বেতন সহ সমস্ত চলতি সুযোগ সুবিধা যেন পান সেটাও দেখা হোক। এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্তের কথা পত্রদ্বারা তাঁকে জানানো হয়। এর উত্তরে আচার্য রায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটাই উদ্ধৃত করছি। চিঠির আগে মিটিং-এর এজেন্ডা আইটেমের উল্লেখটা রাখা হল।

5. The Hon'ble Vice-Chancellor placed before the Senate the following letter from Sir Praphulla Chandra Ray, Kt., C.I.E., Ph.D., D.Sc., F.C.S., Palit Professor of Chemistry, who had been re- appointed Palit Professor for a further period of five years:

"University College of Science,
Department of Chemistry,
92, Upper Circular Road.
Calcutta, the 1st November, 1922

To
The Registrar, Calcutta University,

Dear Sir,

I beg to request you to convey to the Governing Body of the College of Science my sincere thanks for the extension of my services on full pay for a period of five years. But as I have completed my 60th year, I feel I cannot accept any remuneration, and would therefore request you to utilise my salary from the month of September last onwards for the furtherance of the department of Chemistry (both general and applied), or for such other purpose as the Vice-Chancellor and the Governing Body may deem fit.

Thanking you again,
Yours truly,
P. C. RAY."

এই চিঠি অনুবাদ করে দিলে লেখকের বলা কথার স্পিরিটটা বোঝানো শক্ত হত। এই চিঠি মিটিং-এ পেশ করার পর সেনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী'র বয়ানটি ছিল এইরকম–

He said that "the Senate must record its gratitude to Sir P. C. Ray for the splendid self-sacrifice. On the completion of his sixtieth year, he tendered his resignation. But the rules provided that his term might be continued if it was thought necessary that in the interest of research, he should continue his services to the University. The Governing Body of the University College of Science was unanimously of the opinion that he should be asked to extend his term by 5 years more. This met with the unanimous acceptance of the Senate. When this was communicated to him, he came forward and said that he should take no salary and his salary would be applied in furtherance of the cause of Chemistry, his subject. Nothing could be more dignified."

He asked the Senate to record its deep gratitude to Sir P. C. Ray. The motion was carried with acclamation.

এই প্রসঙ্গে আর কোনো মন্তব্য করার অবকাশ নেই। যা বলার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীই বলে দিয়েছেন। বলেছেন "স্পেন্ডিড সেলফ-স্যাকরিফাইস"। কারণ তিনি বেতন নেবেন না। বেতনের

টাকা রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার কাজে যেন লাগানো হয় সেই আবেদন জানিয়েছেন। আশুতোষের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য "নাথিং কুড বি মোর ডিগনিফায়েড"। বাংলায় এর অনুবাদ কী হবে? আর তাতে কী বোঝানো যাবে ওনার উচ্ছ্বাসের ধরনটি?

প্রস্তাবনার পর্বে এই উদাহরণটি দিয়ে এই লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও খানিক আন্দাজ দেওয়া হল। মনে করতে বলছি এক'শ বছর আগে এই বাংলায় এমন মানুষেরা বিচরণ করতেন। একজন নয়, এমন অনেক মানুষ তখন ছিলেন। তেমন কিছু মানুষের অক্লান্ত প্রয়াস এবং আত্মত্যাগের ফসল এই সায়েন্স কলেজ। দেশ তখন বিদেশী শাসনের অধীন। প্রতিকূল পরিবেশ। অনেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন না। প্রাদেশিক সরকারও সদয় নয়। তার ওপর বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যয় বহুলও। তাই স্নাতকোত্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহী নন অনেকেই। এমন সব বিরুদ্ধতা জয় করে স্নাতকোত্তরের বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার শুরু হয়েছিল। এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল স্যার আশুতোষ মুখার্জী-সহ আরও কিছু মানুষের অদম্য উৎসাহে এবং আর্থিক আনুকূল্যে। আজ এক'শ বছরের অন্তে সেই বিজ্ঞান কলেজের একটি ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হিসেবে সেই প্রতিকূলতার বিষয়গুলি ও দিনগুলির কথা স্মরণ করছি। তার সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলার সেই অসামান্য মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

প্রাক-কথন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি। বস্তুতপক্ষে এই তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম শুরু হয়নি। এই তারিখে গভর্নর জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পত্রে সই করেন। প্রাথমিক কাজ চালাবার জন্য ৪১ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাঁরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন।

১৮৫৭ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে সিপাহী বিদ্রোহের বছর হিসেবেও। অন্য দিকে এই ১৮৫৭ সালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী'র অধীনে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু হয়েছিল ইষ্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর আমলে। ১৮৫৪ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৫৭ সালে বাংলার সমাজ জীবনের পরিমণ্ডলটি কেমন ছিল সেটা বোঝার জন্য

তখন বাংলার বিশিষ্ট মানুষ কারা ছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করা যায়। ১৮৫৭ সালের কিছুকাল আগে এবং পরে জন্মানো বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্মের বছরগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৫৭'র আগে ১৭৭২ সালে জন্মেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ১৮২০তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর ১৮৩৮-এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর ১৮৫৭'র পরে পরেই ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৬১-তে জন্ম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের। আর ১৮৬৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন যে বিশিষ্ট মানুষটি, তাঁর নাম হল স্যার আশুতোষ মুখার্জী। এই আশুতোষ মুখার্জীর উদ্যোগেই বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং বিজ্ঞান পঠনপাঠন ও গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেওয়া।

কাগজে কলমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাড়িও ছিল না। সেই সময় সভা ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে হত নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। মেডিক্যাল কলেজে, তৎকালের হিন্দু কলেজে, কিছুদিন ক্যামাক স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে, রাইটার্স বিল্ডিং ও টাউন হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা ও কাজ পরিচালনা করার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শুরুর দিকে কলকাতার ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে পরীক্ষার নেওয়ার মতো ঘটনাও হয়েছে।

অবশেষে ১৮৬২ সালে বিশ্বিবিদ্যালয়ের জন্য একটি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর পর ১৮৬৫ সালে দ্বারভাঙ্গা'র মহারাজ মহেশ্বর সিং বাহাদুরের দানে পাওয়া কলেজ স্ট্রিটের একখণ্ড জমিতে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়। এই নির্মাণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কলকাতা জিপিও, কলকাতা হাইকোর্ট, ইত্যাদি বিল্ডিং-এর নির্মাতা ওয়াল্টার গ্র্যানভিলের ওপর। অবশেষে ১৮৭৩ সালে অপূর্ব সুন্দর সেই সেনেট হাউসের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ইওরোপের নানান স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য একত্র করে তৈরি হয়েছিল সেনেট হাউস। বিশেষ করে গ্রিক মন্দিরের আদলে নির্মিত করিন্থীয় রীতিতে অলংকৃত স্তম্ভ-সহ সম্মুখভাগটি ছিল দেখার মতো। সেই সেনেট হাউস হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রভূমি। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল তার অধীনস্থ স্কুল এবং কলেজ সমূহের পরিচালন ব্যবস্থার তদারকি করা এবং পরীক্ষা পরিচালনা করা।

সেনেট হাউস তৈরির আগেই কলেজ স্ট্রিট এলাকা আজকের দিনের ভাষায় যাকে বলে এডুকেশন হাব, মানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল। এক দিকে ১৮৩৫-এ গড়ে ওঠা মেডিক্যাল কলেজ। অন্য পাশে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজ বা তখনকার হিন্দু কলেজ (কলেজের বাড়ি পরে তৈরি হয়েছিল)।

সামনে হিন্দু স্কুল এবং ১৮২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ। এর সাথে সেনেট হাউস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাকার ল্যান্ডস্কেপই বদলে গিয়েছিল।

সেনেট হাউস (এক ধার থেকে)

[ছবির সূত্রঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ১৯২৬ সালের গেজেট]

সেনেট হাউসের সম্মুখভাগ

[হাতে আঁকা ছবির সূত্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট]

এর পরে ১৯১২ সালে দ্বারভাঙ্গা মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুরের দেওয়া আড়াই লক্ষ টাকায় গড়ে ওঠে সেনেট হাউসের পিছনে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং। পরে আরও অনুদান সংগ্রহ করে সেনেট হাউসের বাঁ-পাশে অবস্থিত মাধব বাবু'র মাছের বাজারের জায়গাটা কিনে নেওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে হার্ডিঞ্জ বিল্ডিং এবং আরও একটি বাড়ি। পরে যে বাড়ির নাম হবে আশুতোষ বিল্ডিং।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং

[ছবির সূত্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট]

কলেজ স্কোয়ারের অপর পার থেকে সেনেট হাউস ও আশুতোষ বিল্ডিং

[ছবির সূত্রঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ১৯২৬ সালের গেজেট]

এই সেনেট হাউস এখন আর নেই। স্থানাভাবের কারণে এই সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন ধ্বংস করে ১৯৬৮ সালে গড়ে ওঠে আজকের দিনের সেন্টিনারি বিল্ডিং, যার বহিরঙ্গে আর পাঁচটা অফিস বাড়ির থেকে আলাদা করার মত কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই। সেনেট হাউস ভাঙ্গার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৬০ সালে। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে কিছুটা জীর্ণ তখন সেনেট হাউস। এমন প্রাসাদোপম বাড়ি সংস্কার খুবই খরচ সাপেক্ষ। সব দিক বিবেচনা করে তখন হয়তো ভাবা হয়েছিল মেরামতির টাকায় একটা নতুন বাড়িই হয়ে যাবে। তাই হয়তো এই সমাধানের কথা ভাবা হয়েছিল। তখন উপাচার্য ছিলেন ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

সেন্টিনারি বিল্ডিং

[ছবির সূত্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট]

সেনেট হাউসের সামনের প্রাকারের আটটা এবং দু'পাশে সার দেওয়া চোদ্দ-দু'গুনে আঠাশটা স্তম্ভ ভাঙতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সেদিন। হেরিটেজ বিল্ডিং সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। তাই এই ধ্বংসকান্ড সম্ভব হয়েছিল। তবে এই কাজের জন্য সেই সময় সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ভাঙন পর্বের একটি ছবি সঙ্গে দেওয়া হল।

সেনেট হাউস ভাঙ্গা চলছে

(ছবিঃ টেলিগ্রাফ অনলাইন, ২৫-১০-২০২২)

সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ ছিল স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ, পরিচালনায় নজরদারী, সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা, ফল প্রকাশ এবং শংসাপত্র বিতরণ, ইত্যাদি কাজ। শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের সীমা ছিল পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে রেঙ্গুন, আর দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা'র স্কুল ও কলেজ। পরে সেই সীমানা কমে দাঁড়ায় উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, বার্মা। ১৯০৪ সালের পরে এই সীমানা আরও সংকুচিত হয়। শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের উৎস ছিল মূলত স্কুল এবং কলেজের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ধার্য ফি। এর নাম ছিল ফি-ফান্ড। আয়ের এটাই ছিল মূল উৎস।

১৯০৪ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন প্রবর্তিত হয়। সেই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল কেবল স্কুল-কলেজের পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনোর কোনো পাট ছিল না। তাই ছিল না বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কোনো শিক্ষক বা অধ্যাপক। ১৯০৪ সালের আইনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'টিচিং ইউনিভার্সিটি' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হল। আমাদের সৌভাগ্য যে ১৯০৬ সালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নির্বাচিত হয়ে আসেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী। যিনি দীর্ঘদিন ধরে একজন সেনেটর হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষার সোপান হিসেবে দেখতে চেয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কার্যভার গ্রহণ করেই স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো ও গবেষণা কাজের তোড়জোড় শুরু করে দেন।

কাজটা সহজ ছিল না। কারণ পড়াশুনো যে শুরু হবে তার জন্য কোথায় বাড়ি, কোথায় ক্লাসঘর, কোথায় শিক্ষক, কোথায়ই বা অর্থ? তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি বলতে তো ছিল একমাত্র সেনেট হাউস, যা মিটিং আর অফিসের কাজেই ব্যবহৃত হত। ফলে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো শুরু করব বললেই করা সম্ভব ছিল না। সেনেট হাউসের পিছন দিকে ছিল বস্তি আর বাঁ দিকের জমিতে ছিল একটি বাজার। যা মাধববাবু'র মাছের বাজার নামে পরিচিত ছিল।

১৯০৬ সাল থেকে সব নতুন করে শুরু করার উদ্যোগ নিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী। অর্থের জন্য গভর্নমেন্ট ছাড়াও দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখলেন। এগিয়ে এলেন অনেকেই। দ্বারভাঙ্গার রাজার দেওয়া আড়াই লক্ষ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের সঞ্চয়ের দু'লক্ষ টাকা এবং ভারত সরকারের সামান্য সাহায্যে সেনেট হাউসের পেছনের বস্তির জমি কিনে গড়ে ওঠে নতুন বাড়ি। যে বাড়িকে আজ আমরা চিনি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং হিসেবে। এরপর মাছের বাজারের জমি কিনে নিয়ে তৈরি হয় হার্ডিঞ্জ হস্টেল এবং পরে আশুতোষ বিল্ডিং। এইভাবে ক্রমে ক্লাসঘর, হস্টেলের

সমস্যার সমাধান হল। সেনেট হাউস আর দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর মাঝখানে ছাউনি করে তৈরি হল লাইব্রেরি। শিক্ষক নিয়োগ শুরু হল। সামান্য বেতনের শিক্ষক। এর কিছু পরে কয়েকজন দাতার দেওয়া অর্থে কিছু 'চেয়ার' অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল।

ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশুনো শুরু হয়। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৩ সাল এই অল্প সময়ের ব্যবধানে স্নাতকোত্তর স্তরের মোট বারোটি বিভাগের পড়াশুনো শুরু করার মধ্য দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন স্যার আশুতোষ। ক্রমে অঙ্ক, সংস্কৃত, আইন, পালি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, কম্পারেটিভ ফিলোলজি, মেন্টাল অ্যান্ড মরাল ফিলোজফি, ইতিহাস, বটানি এবং পলিটিক্যাল ইকনমি'র মত বিষয়গুলির পঠনপাঠন ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। যা এক কথায় অসাধ্যসাধন বলা যায়। তবে কাজটা সহজ হয়নি। কারণ এর জন্য তাঁকে প্রভূত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু ওনার বহুদিনের স্বপ্নের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ের পড়াশুনো শুরু করে উঠতে পারছিলেন না। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ চালু করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না। এখানে উল্লেখ্য যে প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৮৪ সাল থেকেই স্নাতকোত্তর স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মত অধ্যাপকরা শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আশুতোষ বিল্ডিং (ভিতরের দিক থেকে)

[ছবির সূত্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট]

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থের অভাব। তার সঙ্গে ছিল কিছু মানুষের অনীহা। এবং সর্বোপরি ছিল ভারত সরকারের অসহযোগিতা। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো শুরু করে দেওয়া গিয়েছিল কারণ তার জন্য যা দরকার ছিল তা'হল কয়েকটা ঘর আর কিছু বেঞ্চি-চেয়ার। আর কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে। এর জন্য যা খরচ তা ছাত্রদের কাছ থেকে পাওয়া মাসিক বেতন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত 'ফি-ফান্ড'এর টাকাতেই চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারটা কিছুটা অন্য রকম। এর জন্য কিছু বেশি অর্থের প্রয়োজন। ব্যয়বহুল ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি দরকার, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের বাড়তি লোক দরকার, যন্ত্রপাতি বিকল হলে সেগুলি সারানোর খরচ আছে। আবার বেঞ্চির সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে ছাত্র সংখ্যাও ইচ্ছেমতো বাড়ানো যায় না। ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো মানে ল্যাবরেটরির যন্ত্র সংখ্যাও বাড়াতে হবে। সেটা খানিকটা ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে ভাষা, আইন, অঙ্ক, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের পড়াশোনার জন্য ইচ্ছেমতো ছাত্র বাড়িয়ে যাওয়া এই ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ফলে ছাত্র বেতন থেকে আয়ের সম্ভাবনাও কম। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাড়তি ব্যয় বহন করার সাধ্য সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। অন্য দিকে ভারত সরকারের কাছ থেকেও এর জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস মিলছিল না। এর কারণ নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

অর্থ ছাড়াও অন্য ধরনের প্রতিকূলতাও ছিল। এমন ব্যয়বহুল বিজ্ঞান শিক্ষার আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে এমনটা অনেকেই মনে করতেন না। কারন এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে কী করবে এরা, এই নিয়ে সংশয়ী ছিলেন অনেকেই। তেমন চাকুরির সুযোগ তখনও তৈরি হয়নি। কথাটায় কিছুটা সত্যতা ছিল তখন। চাকুরির সুযোগ তখন সত্যিই কম ছিল। ফলে সেনেট সিন্ডিকেটের সদস্যদের সকলেই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিষয়ে পড়াশুনো শুরু করার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রচলনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

স্নাতকোত্তরের পঠনপাঠন শুরু করতে কী পরিমাণ বাধা আশুতোষকে ডিঙোতে হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওনার আট বছরের উপাচার্য পদের কার্যকাল শেষ হওয়ার মুহূর্তে ওনার নিজের কথাতেই শোনা যাক–

"The last eight years, in truth, have been years of unremittent struggle; difficulties and obstacles kept springing up like the heads of the Hydra, each head armed with sharp and often venomous fangs. A late lamented member of the Syndicate very ably alluded to the toil of the Syndicate and the Vice-Chancellor as truly Herculean. The Vice-Chancellor has to exercise two functions to which there was responsibility attached.

He has to introduce new important measures and he has to guide the Syndicate to profitable and if possible unanimous resolutions to be laid before the Senate. He was delighted to see the signs of the awakening of higher intellectual and scholarly ambitions amongst our students. 'The new spirit' is abroad amongst us also."

এই কথা ক'টি তিনি বলেছিলেন ১৯১৪ সালের ২৮শে মার্চের সমাবর্তন বক্তৃতাতে। ওই বছরেই ১৯০৬ থেকে চারটে টার্মের উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই আট বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে গৌরবজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এই সময়ের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিছক স্কুল কলেজের পরীক্ষা পরিচালনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'টিচিং ইউনিভার্সিটি' পদমর্যাদায় উন্নীত হয়। যেই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজনও শিক্ষক বা অধ্যাপক বা একটিও বেঞ্চি-চেয়ারওয়ালা ঘর না থাকা অবস্থা থেকে একটি পুরোদস্তুর টিচিং ইউনিভার্সিটি হয়ে ওঠে। শুধু তাই না, এই অল্প সময়ের মধ্যেই কৃতি শিক্ষকদের সংগ্রহ করে এনে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো ও গবেষণায় সারা ভারতের মধ্যে অনুকরণীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই অবস্থায় তাঁকে উপাচার্যের পদ থেকে সরে যেতে হচ্ছে বলে একটু শঙ্কিত না হয়ে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উঠতি সময়ে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতার চাপে নতুন গড়ে ওঠা মুকুল না ঝরে পড়ে তাই নিয়ে চিন্তা না করে পারছেন না। ওনার সেই কনভোকেশন বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর উদ্বেগের কথা না জানিয়ে পারেন নি। তিনি বলছেন–

"Though much has been done, more remains to be done, and who knows what the future may bring. I at times truly feel like the care-worn toiler of the soil, when, on fields first brought under the plough by him, he at last sees the earliest tender green shoots issue from the ground. He dwells in remembrance on the long series of hard labours he had to undergo in order to carry things so far the felling of trees, the digging out of stubborn roots and stones, the draining

of marshy soil, the clearing of obstructive weeds, and then finally the toils of ploughing and sowing. Now, at last, the first fruits of all this labour begin to show themselves, refreshing his eyes and gladdening his heart. But yet how much may not intervene before full fruition is obtained, before, from the delicate emerald shoots there have risen the serried ranks of rigid ears, each of them proudly balancing at the top its little treasury of golden grains, and, again, how much may not happen before all those precious grains have been safely gathered and stored in barns, ready to supply wholesome food for the cultivator, for his family, for his tribe. Untimely drought may wither the young stalks, storms and rain may beat down the ears, fierce hail may lacerate them, noxious insects may destroy the ripening grain. The cultivator has done his best; he now stands helpless; nothing is left to him, but to hope, to pray and to trust. I repeat, I at times feel like that toiler of the fields."

I, too, or let me rather say, we too-l and my helpers-have worked in the sweat of our brows, have spent laborious days and anxious nights; we too have hoped for a glorious harvest, a harvest not palpable but not the less real on that account, a harvest in the fields of the spirit and the intellect, supplying nourishment which a great people needs, no less than wholesome material bread, pure water, a pure atmosphere. We have pre-pared the ground and now see the first fruit of our labours. But here also how much may not happen to prevent the full ripening of the harvest. I must admit that when I recall to memory all the difficulties it gave us such heavy trouble to overcome, and when I picture to myself in my imagination all the difficulties that may beset the future path of the University, I have moments of deep anxiety. The steady opposition which we had to face is not yet crushed, and it is all the more dangerous when it chooses to move in the dark. Sympathy has failed us in quarters where we had a right to demand it, and where we confidently reckoned on it. But more even than well-defined opposition and clearly declared want of sympathy, I dread want of fortitude and energy on the part of those who at the bottom view our efforts with approbation, I dread that pusillanimity which shrinks at the first rough collision with determined hostility, that cowardly spirit of compromise which so often induces the weak man to accept a fraction of the reward for which he has hitherto contended, while

one resolute step in advance, one bold thrust of the arm, might have secured for him the whole glorious prize. All these dangers I vividly realize, and hence my feelings are sometimes not unlike those of the husbandman when he sees dark clouds massing on the horizon and hears the muffled sound of distant thunder. To me also, nothing is left but to hope, to pray, to trust.

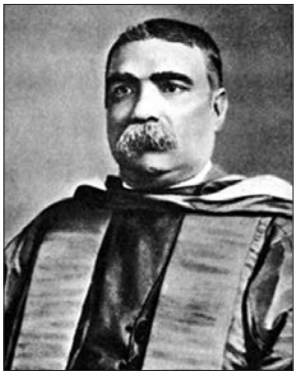

স্যার আশুতোষ মুখার্জী

কারিগরি শিক্ষা নিয়ে ভাবনা

দেশে তখনও শিল্প কলকারখানার প্রসার ঘটেনি। শিক্ষিত লোকের চাহিদাও তেমন তৈরি হয়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত লোকের দরকার হলে বিলেত থেকেই নিয়ে আসা হত। এখানকার কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের ওপর ভরসা করা হত না। ১৮৫৬ সালে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর পাঠ দেওয়া হত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-ও পড়ানো শুরু হয়েছিল। তবে পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ছিল কলকাতা আর্ট স্কুল। সেখানে কিছু হাতে-কলমে কারিগরি বিষয়ে শিক্ষানবিশি'র সুযোগ ছিল। শিবপুর থেকে পাশ করে বেরিয়ে চাকুরি পাওয়া সহজ ছিল না। দীর্ঘদিন ট্রেনি হিসেবে কাজ করতে হত। তারপর ভাগ্যে থাকলে শিকে ছিড়লেও ছিড়তে পারতো। চাকুরি মিলতো হয়তো। তাও পাকা চাকরির আশা কমই ছিল। আসলে সাহেব-কর্তারা দেশীয় লোকেদের দক্ষতার ওপর ভরসা করতো না। দক্ষ লোক দরকার হলে বিলেত থেকেই আনা হত। তবে সেটাও খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।

তাই ১৮৮৬ সাল থেকেই ভারত সরকার এদেশের টেকনিক্যাল এডুকেশন চালু

করার ভাবনা নিয়ে অন্তত গোটা ছয়েক কমিটি বসিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। সেই দিক থেকে দেখলে এটা অনুমান করা যায় যে অন্তত সেই সময় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা চালু করার বিষয়ে ভারত সরকারের নীতিগতভাবে বিশেষ বিরোধিতা ছিল না। অসুবিধে ছিল অর্থ ব্যয় করাতেই। বাৎসরিক নির্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থের বাইরে আর কোনো খাতেই অর্থের অনুমোদন পাওয়া যেত না। তবে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাবে সরাসরি নাকোচও করত না। টাকা দিতে পারবে না জানিয়ে দিত। ভাবখানা ছিল দেশবাসীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে যদি করতে পারো তো করো। পরবর্তীকালে অবশ্য এই মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়। একটা সময়ের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বদলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সেই বিষয়ে পরে আসছি।

সত্যি বলতে কি সহৃদয় মানুষদের আর্থিক সাহায্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চালু ছিল। উন্নয়নমূলক যা কিছু করার তার অনেকটাই অনুদান সংগ্রহ করেই করতে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে। দানের জমির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি হয়েছে। দানের টাকায় বাড়ি হয়েছে। দানের টাকায় অধ্যাপকের পদ তৈরি হয়েছে। দানের টাকায় স্কলারশিপের বন্দোবস্ত হয়েছে। এবার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্যও দেশের মানুষের কাছেই যেত হল বিশ্ববিদ্যালয়কে। স্যার আশুতোষ এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন আর্থিক সাহায্য চেয়ে।

স্যার তারকনাথ পালিতের দুই পর্বের দান

এই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম এগিয়ে এলেন কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার তারকনাথ পালিত। ১৯১২ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে অনুদান দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে একটি চিঠি দেন তিনি। সেই চিঠি উপাচার্য স্যার আশুতোষ ঠিক তার পরের দিনই অর্থাৎ ১৫ই জুনের সিন্ডিকেট মিটিং-এ বিবেচনার জন্য পেশ করেন সভায়। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতার এক অপূর্ব নিদর্শন এটি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এভাবেই কাজ করত। আজকের দিনের মত উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা ছাড়াই।

প্রথমে চিঠিটি হুবহু তুলে দেব। তার পরে অনুদানের শর্ত এবং কীভাবে সেই অর্থ ব্যবহৃত হবে তার যে রূপরেখা তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলেন সেটি নিয়েও আলোচনা করব। এত বিশদে এই নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান বা কারিগরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হয়েও কী বিশদে তিনি এর পঠনপাঠনের বিষয়টা ভেবেছিলেন তার নমুনা তুলে ধরা। বিজ্ঞান বিষয়ে পঠনপাঠন, গবেষণা ও ল্যাবরেটরির আদর্শ

প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে তাঁর ভাবনার গভীরতা আঁচ পাওয়া যায় তাঁর পেশ করা ট্রাস্ট ডিডের মধ্য থেকে। এই বিষয়টা স্যার আশুতোষের নজর এড়িয়ে যায় নি। এর স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাবো সেনেটের সভায় এই বিষয়ে তাঁর ভাষণ থেকে।

তার আগে জানিয়ে রাখি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই সেনেট বা সিন্ডিকেট এই শব্দ দু'টি ব্যবহার করতে হবে। এই শব্দ দু'টির তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নিয়ামক কমিটি হল সেনেট। সেনেটের সদস্য হতেন উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোবৃন্দ। সেনেটের সভা মূলত আইনকানুন বা নিয়মাবলী প্রবর্তনের দায়িত্ব সামলানো। আর সিন্ডিকেটের কাজ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব সামলানো। সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কার্যকারী প্রধান হলেন উপাচার্য। ভারতের গভর্নর জেনারেল পদাধিকারবলে হতেন চ্যান্সেলার বা সেনেটের সভাপতি। আর প্রাদেশিক সরকারের গভর্নর জেনারেল হতেন রেক্টর।

এবার স্যার তারকনাথ পালিতের চিঠিটা হুবহু তুলে ধরছি। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

2349. Read a letter from Mr. T. Palit, Bar-at-Law, forwarding a draft of the Deed of Endowment he proposes to execute in favour of the Calcutta University, which ran as follows:

36, Baliganj Circular Road,
14th June, 1912.

To
The VICE-CHANCELLOR,
Calcutta University
Dear Mr. Vice-Chancellor,

I enclose herewith a draft of the Deed of Endowment which I propose to execute in favour of the University.

Regard being bad to my health, it is very desirable that the Deed should be executed without any delay, and, if possible, tomorrow evening.

Yours truly,
T. PALIT

[Source: Syndicate Meeting No.22, June 15, 1912, Item No.2349, Acc. No.GS92]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমত দানের প্রতিশ্রুতির সাথে 'গিফট- ডিড'টিও বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শরীর তখন ভাল যাচ্ছে না। তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেছেন। এবং জানাচ্ছেন যে সম্ভব হলে পরের দিনই ডিড সই-সাবুদ করিয়ে নিতে। তার মানে তিনি নিশ্চিত যে এমন দ্রুততায় কাজটা হওয়া সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সব শেষে পত্র প্রেরকের ঠিকানাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ৩৬ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড। ঠিকানাটা চেনা লাগছে নিশ্চয়ই, বিশেষ করে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের কাছে? এই ঠিকানাতেই রয়েছে আজকের সায়েন্স কলেজের অন্য একটি ক্যাম্পাস। ওখানকার জমি বাড়ি সবই স্যার তারকনাথের। ওই বাড়ি জমি এবং তার সাথে রাজাবাজারের সায়েন্স কলেজের বাড়ি ও জমি সবই স্যার তারকনাথ পালিতের দান। এই দুটি সম্পত্তিই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে চেয়ে এই চিঠি এবং সেই সঙ্গে গিফট-ডিড। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি ছিল ওনার বসতবাড়ি, আর ৯২ নম্বর আপার সার্কুলার রোড বা আজকের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের বাড়ি ও জমি ছিল ওনার বাগানবাড়ি।

ট্রাস্ট ডিড নিয়ে সিন্ডিকেটে আলোচনা হয় এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে তা গ্রহণ করে রেজোলিউশন নেওয়া হয়। তারপর সেনেটের অনুমোদনের জন্য তড়িঘড়ি বিশেষ মিটিং ডাকা হয়। সেই সভায় উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতা। বেশ দীর্ঘ, তবু সেদিনকার সেনেটের আলোচনার সামান্য কিছু অংশ বাদে পুরোটাই তুলে ধরা হল।

Senate Meeting No.7, June 22, 1912

2350. The Hon'ble the Vice-Chancellor referring to the princely donation of Mr. Taraknath Palit, addressed the Senate as follows:

Gentlemen,

It is under circumstances of a very exceptional character that this meeting has been convened upon a much shorter notice than is prescribed as the ordinary rule by the Regulations of the University. I feel confident that the course I have adopted will meet with your full concurrence, because we are all equally anxious to express our gratitude for what must be described as an event unique in the annals of this University. Mr. Taraknath Palit has made over to the

University, property worth more than seven lacs of Rupees for the foundation of two Professorships, one of Chemistry and the other of Physics, and for the establishment of a University Laboratory. The University has been in the past recipient of munificient gifts from men whose generosity has made their names household words amongst our people. In 1866, Premchand Roychand, that prince of Bombay merchants whose portrait now adorns our walls, made over to the University two lacs of Rupees, to be devoted to someone large object or to a portion of some large object for which the sum might in itself be insufficient. In 1868, Prasanna Coomar Tagor, one of the most distinguished Indian lawyers of the last century, whose statue is one of the ornaments of the Senate House, left to the University three lacs of Rupees for the foundation of a Chair of Law. Many years later, Guruprasanna Ghosh, a scion of one of the best-known families of Calcutta, left to the University two lacs of Rupees for the training of young men abroad in the Arts, Sciences and Industries of Europe, America or Japan. Finally, it is now only four years ago that the Maharaja of Darbhanga made a gift of two and a half lacs for the erection of a suitable building for the University Library. These and others who have contributed smaller sums are benefactors of whom we may legitimately be proud; but Mr. Taraknath Palit, by a single stroke of the pen, has surpassed them all and has placed himself absolutely at the head of the benefactors of Indian Universities. His is the largest single gift by a private individual to an Indian University for the advancement of learning and, you will not, therefore, be surprised to hear that one of best European friends of our people, when apprised of the gift, stated that all who have the welfare not of the University only but of Bengal and of India at heart, ought to be grateful to Taraknath Palit.

Mr. Palit has made over to the University about 12 bighas of land and a building, valued at two and a half lacs, and about four lacs sixty thousand rupees in cash. Out of the income derivable from the sum, which will be suitably invested, two Chairs are to be maintained, one. for Physics and the other for Chemistry upon the land which lies at a short distance from the Senate House. The University is required to erect and equip a laboratory at a cost of not less than two and a half lacs of rupees, and to maintain it in a state of efficiency. We are able to supplement the munificent gift of

Mr. Palit by two and a half lacs from our Reserve Fund. The total amount available, consequently, for this great undertaking is a little over nine and a half lacs. We are thus in a position to take the first step towards the foundation of a University College of Science and Technology, which will mark an era in the History of education in this country.

The Founder states expressly in the trust-deed, which has already been executed and registered, that as his object is the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advancement of science, pure and applied, amongst his countrymen by and through indigenous agency, the Chairs founded by him shall always be filled by Indians; but the Professor-elect may, in the discretion of the Governing Body, be required to receive special training abroad before he enters upon the discharge of the duties of his office; he will, during this period, be in receipt of suitable allowance and travelling expenses which will be deemed part of the cost of maintenance of the Chair.

The Governing Body of the College of Science will consist of the Vice-Chancellor as Ex-officio President, the Director of Public Instruction, Bengal, the Dean of the Faculty of Science, the Dean of the Faculty of Engineering, four members of the University annually elected by the Senate (two of whom at least shall be representatives of Calcutta Colleges under Indian management and affiliated in Science), four other Members to be nominated every three years by the Founder and after his death by his representatives, and finally two representatives of the Professorial staff, to be elected by them annually from amongst themselves. The Founder has already nominated on the Governing Body as his first representatives, Mr. Lokendranath Palit, District and Session Judge, Mr. S. P. Sinha, Barrister-at-Law, Mr. B. K. Mallik, Legal Remembrancer to the Government of Bihar and Orissa, and Dr Nilratan Sircar. The Founder has further provided in the trust-deed that the present Vice-Chancellor, if he has not otherwise a seat on the Board, shall always be one of the four nominees of the Founder. The Professors will be nominated by the Governing Body, but the ultimate appointment will rest as required by the University Regulations, with the Senate, subject to the sanction of the Governor-General in Council.

The duty of the Professors will be to carry on original research with a view to extend the bounds of knowledge and to stimulate and guide research by advanced students. As an essential preparation for this purpose, it will also be the duty of the Professors to arrange for the instruction of students for the Degrees of Doctor of Science, Master of Science and Bachelor of Science with Honours.

The trust-deed also provides that if the income of the endowed properties should exceed the amount required for the maintenance of the Chairs, the surplus may be applied in payment of scholarships or stipends to advanced students to enable them to carry on research or investigation.

This, then, is the primary object of the endowment, and to emphasise it, the trust-deed authorises the Governing Body to admit into the laboratory students exceptionally qualified in any of the subjects of study even though they be not graduates or under-graduates of any University.

I have sketched in brief outline the principal conditions upon which the endowment, has been created, and it must now be obvious to the most superficial observer that the University is about to take a momentous step in the history of its development. I trust I shall be forgiven if I urge each and every Member of the Senate to realise to the fullest extent the grave responsibility we are about to undertake. The establishment of the University College of Science for purposes of higher study and research will tax our energies and resources to the utmost; we must all, individually and collectively, exert ourselves for the success of this great cause, and make the Institution worthy of the Founder and worthy of our reputation. Let us fervently hope that the noble example set by our benefactor will inspire others to emulate his liberality and thus to crown our efforts with speedy and unqualified success. I now move for your acceptance the recommendations of the Syndicate:

(1) That the munificent donation of Mr. Palit be accepted with thanks on the terms mentioned in the trust-deed.

(2) That two Professorships he instituted, one to be called the Taraknath Palit Professorship of Chemistry, and the other the Taraknath Palit Professorship of Physics.

(3) That on the land given to the University by Mr. Palit a University Laboratory be erected, to be called the Taraknath Palit Laboratory.

Khan Bahadur Muhammud Yusoof seconded the motion.

Mr. James in speaking to the motion said that he supported it with the liveliest feelings of satisfaction. This satisfaction was the greater in that Mr. Palit's noble liberality, a liberality unparalleled in the history of any Indian University, not of Calcutta only had falsified for once the saying of Lord Bacon that the works of greatest merit for the public have proceed from unmarried or childless men. Mr. Palit, he understood, had both children and grandchildren, all the more honour to him and to them. The speaker congratulated the University and congratulated the Vice-Chancellor personally for the large share he had had in bringing about this great and notable achievement.

Mr. J. R. Banerjee also spoke in support of the motion. He said that their grateful thanks were due to Mr. Palit for his munificent donation which had rendered it possible for the Senate to launch out a scheme for the realisation of the great idea of starting a teaching University. He was sure that Dr. P. C. Ray, when he made that fervent appeal in the Senate a few months ago for Professorial Chairs in Chemistry and Physics, never expected that his appeal would meet with such prompt and sympathetic a response, not from Government but from a private individual, who was hitherto unconnected with the University, but who would henceforth be ranked as its foremost benefactor. Dr. Ray would therefore be immensely gratified when the news of Mr. Palit's donation would reach him and when he would come to know of the scheme proposed by the Syndicate for starting a University College of Science. The speaker concluded his remarks by saying that he had not the least doubt that under the able guidance of the Vice- Chancellor the scheme would be promptly and most satisfactorily carried out and that it would be a great success.

The motion was then formally put to the meeting by the Hon'ble the Vice-Chancellor and was carried by acclamation.

[Source: Senate Meeting No.7, June 22, 1912, Item No.2350, Acc. No.GS92]

উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সেনেটে দেওয়া বক্তৃতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়ে অন্য দু'জনের করা মন্তব্য নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করা যায়। প্রথমেই

যে বিষয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটা হল স্যার আশুতোষের সায়েন্স কলেজের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার বহু দিনের স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখে কতটা উল্লসিত হয়েছিলেন সেটা এই বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন–

"We are thus in a position to take the first step towards the foundation of a University College of Science and Technology, which will mark an era in the History of education in this country."

এখানে খেয়াল করার বিষয় যে উনি শুধু ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স বলেন নি। বলেছেন কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। অর্থাৎ ওনার মাথায় শুধু বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ই ছিল না, কারিগরি শিক্ষার কথাও তিনি ভাবছিলেন। আর এন্ডাউমেন্ট-ডিড দেখলে বুঝব যে স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয়ও বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার কথাও বলেছেন।

এন্ডাউমেন্ট-ডিডের অন্তর্গত কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে উপাচার্যের ভাষণে। কিন্তু সেটা নিছক নির্যাসটুকু। ট্রাস্ট-ডিডের পুরো বয়ানটা উদ্ধৃত করতে পারলে ভাল হত। বোঝা যেত যে স্যার তারকনাথ বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়টি কত বিশদে ভেবেছেন। কিন্তু যেহেতু এই ডকুমেন্টের বয়ান কিছুটা আইনি ভাষায় লেখা, সেজন্য সেটা খুব সুখপাঠ্য হবে না বলে উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম।

তবে এই ডিডের বৈশিষ্টগুলি নিয়ে দু'চার কথা বলাই যায়। প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হল তাঁর প্রস্তাবে তিনি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি এই দুই বিষয়ে দু'টি অধ্যাপকের পোস্ট তৈরির কথা বলেছেন। সাথে এও বলেছেন যে এই দু'টি পোস্টেই ভারতীয়দেরই নির্বাচিত করতে হবে। কোনো ইওরোপীয় নয়। আসলে তখন সাহেব-সুবোরা এদেশীয়দের অধ্যাপকের আসনে বসার যোগ্যই মনে করত না। যে কারণে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু'র মত বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত ব্যক্তিকেও অধ্যাপক পদে বসাতে অনীহা ছিল ইংরেজ সরকারের। এই মনোভাবের প্রতিবাদ করতেই এমন শর্ত আরোপ করেছিলেন স্যার তারকনাথ। এর উৎস লুকিয়ে আছে ১৯০৬ সাল থেকেই ওনার জাতীয়তাবাদী শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে।

এই স্বাজাত্যবোধের সুচনা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই। তখন থেকেই দেশীয় লোকের উদ্যোগেই শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দেশীয় শিল্প সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য দেশীয় লোকেদের জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবা হয়েছিল। যার পরিণতিতে ১৯০৬-এ ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। তবে একটা বিতর্ক শুরু থেকেই ছিল যে মৌলিক বিজ্ঞান নাকি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, কোনটায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই নিয়ে। এই

টানাপোড়েনের মধ্যে কয়েকজন মিলে গঠন করেন সোসাইটি ফর প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন নামের সংস্থা। এই উদ্যোগের অন্যতম পুরোধা ছিলেন স্যার তারকনাথ পালিত, স্যার রাসবিহারী বসু, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ভূপেন্দ্রনাথ বোস, নীলরতন সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই সোসাইটির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। যা কালক্রমে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। ওই সময় দেশীয় শিক্ষার প্রসারে ১৩ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। যিনি পরে দু'বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করবেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের জন্য। স্যার রাসবিহারী ঘোষের কথায় পরে আসব। এখন বলার কথা হল স্যার তারকনাথ ও স্যার রাসবিহারী দু'জনের কেউই বিজ্ঞান চর্চার লোক না হয়েও স্বদেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

স্যার তারকনাথের এন্ডাউমেন্ট-ডিডের মধ্যে আরোপিত কিছু শর্তের মধ্যেই বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্যর ব্যাপারে তার গভীর চিন্তার ছাপ বিবৃত করা আছে। তিনি লিখছেন যে ট্রাস্টের গভরনিং বডির দ্বারা নির্বাচিত শিক্ষককে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য সবেতন ছুটি এবং যাবতীয় খরচ ট্রাস্টের ফান্ড থেকে দেওয়া হবে। বিদেশ থেকে ফিরে এলে শিক্ষকের সহায়তা করার জন্য সহ-শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, তার গবেষণার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরির বন্দোবস্ত করতে হবে এবং তার অধীনে গবেষণার জন্য ছাত্র নিয়োগ করতে হবে।

এন্ডাউমেন্ট-ডিডের মধ্যে লিখিত সেই শর্তগুলির দিকে একবার নজর দেওয়া যায়।

"**it is hereby agreed and declared** between and by the said parties to these presents that the said University shall hold the said endowed properties specified in the said first second and third Schedules hereto on the conditions and upon the Trusts....

(1) That the said University shall found two Professorships or Chairs one of Chemistry and the other of Physics and apply the entire income of the said properties set out in the second, and third Schedules hereto or so much thereof as they may deem necessary to and towards the maintenance of the said two Chairs and that in the event of the said entire income being found insufficient for the purpose the said University shall make such a recurring grant or contribution as will supplement such deficiency.

(II)-That the Founder's object being the promotion and diffusion of Scientific and Technical Education and the cultivation and advancement of Science Pure and Applied amongst his countrymen by and through indigenous agency such Chairs shall always be filled by Indians (that is persons born of Indian parents as contradistinguished from persons who are called Statutory Natives of India) to be elected by the Governing Body hereinbefore as also hereinafter mentioned who may in their discretion require a Professor-elect to receive special training abroad before he enters upon the discharge of the duties of his Office and who may give such Professor-elect during such period of his training abroad such allowance including travelling expenses as may in each case be determined by the said Governing Body such allowance being considered as part of the maintenance expenses of the Chair or Chairs.

(III) That in connection with the said two Chairs the said University shall from its own fund provide suitable Lecture-Rooms Libraries Museums Laboratories Workshops and other facilities for teaching and research and that it shall, out of its own funds earmark and set apart a sum of two lacs and fifty thousand rupees and apply the same to and towards the construction on the site of the said premises No. 92 Upper Circular Road (described in the said first Schedule hereto) of permanent and substantial structures and their proper and adequate equipment as such Lecture-Rooms Libraries Museums Laboratories Workshops etc. as aforesaid."

[Source: Minutes of the Syndicate No.16, 4 May 1912, Archive Acc. No.GS92]

শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে ওই ডিডে বলা ছিল "That it shall be the duty of the Professors (1) to carry on original research with a view to extend the bounds of knowledge, (2) to stimulate and guide research by advanced students and as an essential preparation for this purpose, (3) to arrange for the adequate instruction of students for the Degrees of Bachelor of Science with Honours, Master of Science and Doctor of Science and also of other students who may be exceptionally qualified in any of the subjects of study though they may not be even undergraduates of any University provided that they be recommended by the said Governing Body."

এই বক্তৃতায় স্যার আশুতোষ সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে স্যার তারকনাথ পালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এই সম্পদ তুলে দিয়ে আমাদের ওপর যে এক বিরাট দায়িত্বও চাপিয়ে দিলেন সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই। এখন সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে সবাইকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবং এটা যে কথার কথা নয় তা প্রমাণ করার জন্য মে মাসের এই মিটিং-এর পর ১৯১২'র জুন মাসের ১৭ তারিখের সিন্ডিকেট মিটিং-এ এই নিয়ে আলোচনার বিষয় ঠিক করা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি এই দুই বিষয়ে দুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হবে এবং এই পদের নাম হবে যথাক্রমে পালিত প্রফেসর অব ফিজিক্স এবং পালিত প্রফেসর অব কেমিস্ট্রি। পরবর্তীকালে এই দুই পদে নিযুক্ত হবেন যথাক্রমে ড. চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন এবং ড. প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

এরপর তড়িঘড়ি ডাকা ২২শে জুনের সেনেট মিটিং-এ স্যার আশুতোষ স্যার তারকনাথের এই দানকে অত্যন্ত বিরল দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এবং এও বলেছেন যে এই দান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে নয়, সম্পূর্ণ নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে দিয়েছেন। অন্য একজন বক্তা আরেকটি বৈশিষ্টের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে ওনার উত্তরাধিকারী থাকা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সম্পদ দান করে দিয়েছেন। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। দান করা স্থাবর সম্পত্তির হিসেবটা এই রকমঃ ৩৬ নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি ও সংলগ্ন ২৫ বিঘার মত জমি এবং ৯২ নং নর্দান (আপার) সার্কুলার রোডের খালি জমি ও বাড়ি ধরে মোট ১২ বিঘা পাঁচিল ঘেরা জমি। এর পরেও ১৯১২ সালেই আরও ৭ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন স্যার তারকনাথ পালিত। বাংলার এই কৃতি সন্তানের জীবনাবসান হয় ১৯১৪ সালের ৩রা অক্টোবর।

৭ই জুলাই ১৯১২'র সিন্ডিকেটের মিটিং-এর ২৬৯২ নম্বর আইটেমে দেখা যাচ্ছে ইম্পিরিয়াল জার্মান কনসুলেট থেকে পালিত ল্যাবরেটরির জন্য কিছু যন্ত্রপাতি কোথায় ডেলিভারি দেওয়া হবে বলে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কীভাবে এত দ্রুত সব ঘটনা ঘটেছিল ভাবতে অবাক লাগে। পালিত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হওয়ার এবং পালিত ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার ঘোষণার কুড়ি দিনের মাথায় কিছু যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে জানিয়ে কোথায় যন্ত্র ডেলিভারি দেওয়া হবে এই মর্মে চিঠি এসেছিল। ব্যাপারগুলি ভাববার মত। আর এই চিঠির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে পত্র লেখককে জানানো হোক যে কী কী যন্ত্র লাগবে তার তালিকা তখনও প্রস্তুত হয়নি। তালিকা হয়ে গেলে জানানো হবে এবং এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১৯১২ সালের ১৫ই জুন স্যার তারকনাথ পালিতের বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া প্রথম পর্বের দানের জমি ও অর্থের গিফট-ডিডের আইনি সইসাবুদ হল। এর পরে ওই বছরের ৮ই অক্টোবর তারিখে স্যার তারকনাথ পালিত আরও ৭ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে দান করেন। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের কাছ থেকেও বিজ্ঞান কলেজের জন্য ১২ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে আসে। তবে হিসেব করে দেখা গেল এই সমস্ত অর্থ একত্র করেও বিজ্ঞান বিভাগের কাজ চালানো সম্ভব নয়। এমনিতে সেই সময়ে যেকোনো নতুন কলেজ হলে সেটা আবাসিক হবে এমন একটা প্রথা চালু ছিল। তাই প্রথম থেকেই স্যার আশুতোষের মাথায় ছিল যে বিজ্ঞান কলেজ আবাসিক কলেজ হবে। তার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় ফের ভারত সরকারের দ্বারস্থ হল কিছু বাড়তি অনুদানের জন্য। ১৯১২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পঠনপাঠন এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান কলেজের জন্য বিশেষ অনুদান চেয়ে আবেদন করা হয়। সেই চিঠিতে এও উল্লেখ করা হল যে স্যার তারকনাথ পালিতের মহৎ দান গ্রহণ করাতে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় দায়বদ্ধ। সেই চিঠির বয়ান ছিল এই রকম-

"The Government of India is no doubt aware that in the course of the last six months, Mr. T. Palit, Bar-at-law, has made over to the University a princely gift of money and property of the aggregate value of nearly fifteen lakhs of Rupees for the purpose of founding a College of Science and for the general improvement of scientific and technical education. Under the terms of the deeds of gift, the University is bound to maintain, from the income of the endowment, a Chair of Physics and a Chair of Chemistry and to institute a scholarship to be awarded to a distinguished graduate for the study of Science in a foreign country; the university is also bound to establish a laboratory for advanced teaching and research and to contribute towards this object at least two and a half lakhs of Rupees out of its own funds. But this sum is quite inadequate for the establishment of a laboratory of the kind contemplated. The Vice- Chancellor and the Syndicate are anxious that the fullest advantage should be taken of this unique opportunity to establish a residential College of Science in Calcutta, and it appears to them that if the necessary funds are available, the object can be speedily accomplished without any difficulty. The properties vested in the University by Mr. Palit include, among others, two fine plots of land, one of 12 bighas and the other of 25 bighas in area. On the bigger plot, there are two

splendid three-storied houses, recently built, which are admirably suited to accommodate 200 students.

If, therefore, adequate funds were forthcoming to erect and equip the requisite laboratories and Professors' quarters on this plot, a Residential College could be set up in working order in the course of a year. The estimated cost of the project amounts to fifteen lakhs of rupees, and the Vice-Chancellor and the Syndicate do not hesitate to ask the Government of India for a grant to the University of this sum. The gift of Mr. Palit is absolutely unique in the History of University education in this country, and they feel sure that the Government of India will be glad to supplement it by at least an equal amount to enable the University to carry out the scheme in its entirety, specially in view of the fact that the University has already agreed to contribute two and a half lakhs out of its own very limited savings. I am desired to add that a sympathetic and generous attitude on the part of the Government of India towards the object which Mr. Palit had at heart, cannot fail greatly to influence public sentiment and may not improbably induce other wealthy gentlemen to found similar endowments for the encouragement of higher teaching."

স্যার রাসবিহারী ঘোষের প্রথম পর্বের দান

স্যার তারকনাথ পালিতের দানের কথা স্যার রাসবিহারী ঘোষ জানতেন। কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো মেম্বার ছিলেন। এর পরেও অর্থের অভাবে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ করা যাচ্ছিল না। এবার তিনিও এগিয়ে এলেন অর্থ সাহায্য করতে।

Sir Rash Behari Ghose

১৯১৩ সালের ৯ই আগস্টের সিন্ডিকেটের মিটিং-এ স্যার আশুতোষ মুখার্জী একটি চিঠি পেশ করলেন সভার বিবেচনার জন্য। চিঠিটি লিখেছেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। চিঠিটা এই রকম-

"40, Theatre Road,
Calcutta, The 8th August, 1913.

My Dear Sir Ashutosh,

For some time past, it has been my desire to place at the disposal of my University a substantial sum for the promotion of Scientific and Technological Education and for the Cultivation and Advancement of Science, Pure and Applied, amongst my countrymen by and through indigenous agency. I have now decided to make over to the University a sum of ten lacs of Rupees, in furtherance of the University College of Science, as projected by you with the sanction of the Senate, and my gift to the University will be made on the following conditions:

First-That the sum be invested in, such approved securities as would produce an income, whenever practicable, of four percent per annum.

Second-That four University Professorships or Chairs be established, one for each of the following subjects:

(a) Applied Mathematics.

(b) Physics.

(c) Chemistry.

(d) Botany, with special reference to Agriculture.

Third— That the Chairs mentioned be always filled by Indians (that is, persons born of Indian parents as contradistinguished from persons who are called Statutory Natives of India).

Fourth— That the salary of each professor be, as nearly as possible, a sum of six thousand rupees annually, to be paid out of the income of the fund; but that it be open to the Senate to supplement such sum from the University or other funds at their disposal from time to time.

Fifth— That the appointment to the Chairs be made by the Senate

upon the nomination of the Board to be constituted as stated hereinafter, and the power of removal of Professors by the Senate, if occasion should ever arise, be exercised only after the matter has been considered by the said Board.

Sixth— That every person elected to one of these Chairs, whether he has been educated in this country or elsewhere, may, in the discretion of the Senate, be required, before he enters upon the execution of the duties of his office, to receive special training, during a period of not less than one year and not more than two years, under specialists in Europe, America, Japan or such other place outside India, as the Senate may, in each instance, upon the recommendation of the Board, determine and that during such period the Professor-elect be paid, from the income of the fund, such allowance as the Senate may, upon the recommendation of the Board, determine, so as to enable him to receive a thorough theoretical and practical training in his special subject.

Seventh— That it be the duty of each Professor

(a) to carry on original research in his special subject with a view to extend the bounds of knowledge, and to improve, by the application of his researches, the Arts, Industries, Manufactures and Agriculture of this country.

(5) to stimulate and guide research by advanced students, and, generally, to assist them in post-graduate work, so as to foster the growth of real learning amongst our young men.

Eighth— That eight studentships be founded, each of the annual value of nine hundred rupees, to be paid out of the income of the fund; that such studentships be annually awarded by the Syndicate, on the recommendation of the Board, to distinguished graduates who, have taken the Degree of Master in the Faculty of Arts or the Faculty of Science; and that two Students be attached to each Professor, to carry on investigation under his guidance and generally to assist him in his work of original research.

Ninth— That a graduate who has been elected a Student for any year be eligible for re-election, if his work has been satisfactory, and the Senate may, in their discretion, supplement the stipend

payable to any Student, from the University or other funds at their disposal; provided, nevertheless, that a graduate elected to one of these studentships shall devote himself exclusively to research in his special subject, and shall not, so long as he holds the studentship, engage in the study of Law or any other branch of professional knowledge.

Tenth— That, subject to the general principles outlined above, the mode of appointment of Professors, the terms and conditions under which they are to hold office, and the manner in which they are to discharge their duties, as also the conditions on which the studentships shall be awarded, retained, and renewed, be determined by Rules to be framed by the Senate in that behalf, from time to time, upon the recommendation of the Board.

Eleventh— That the Senate do, on the recommendation of the Board, make adequate provision for Laboratories, Museums, Workshops, Appliances and all other requisites, essential for the due discharge of their duties by the Professor and for original investigation by the Professors and the Students attached to them.

Twelfth— That whatever balance may remain out of the annual income of the fund, after payment of the salaries and allowances of the Professors and the stipends of the Research Students, as provided above, be, on the recommendation of the Board, applied in the equipment and maintenance of the Laboratories and Museums, in so far as such equipment and maintenance may be necessary for the accomplishment of the work undertaken by the Professors, the Students attached to, them, and other advanced pupils, if any.

Thirteenth— That the Board mentioned above do consists of the following persons, namely:

1. The Vice-Chancellor of the University as Ex-officio President.

2. The Director of Public Instruction, Bengal.

3. The Head of the Faculty of Science of the University.

4. The Dean of the Faculty of Engineering of the University.

5-8. The Professors of Applied Mathematics, Physics, Chemistry and Botany (appointed as provided above).

9-12. Four Members of the University, to be annually elected by the Senate, two of whom at least shall be representatives of Calcutta Colleges under Indian management affiliated in Science to the University.

13-15. Three nominees of the Founder, namely.

(a) The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Kt., G.S.I., D.Sc., D.L.

(h) Professor Prafullachandra Ray, C.I.E., Ph.D., D.Sc.

(c) The Hon'ble Babu Mahendranath Ray, M.A., B.L.

These Nominees of the Founder are and each of them is authorised to nominate his or their successor or successors; and the power of nominating a successor or successors shall be inherent in every original or derivative nominee of the Founder.

The proceeding of the "Board" so constituted shall be laid before and may be revised by the Syndicate.

This is an outline of the scheme I have in my mind, and I trust, you will exert yourself to the utmost so that my long-cherished ambition to promote Scientific and Technical Education amongst my countrymen may be speedily realised. As soon as you send me intimation that the Senate is willing to accept the proposed gift on the conditions mentioned, I shall send you a cheque for ten lacs of Rupees.

Believe me,

Yours Sincerely,

RASHBEHARY GHOSE."

[Source: Syndicate Meeting No.6, August 9, 1913, Acc. No.GS720]

স্যার রাসবিহারী ঘোষের এই দানপত্রের শর্তাদি মোটামুটি স্যার তারকনাথ পালিতের মতই। ইনিও বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার কথা বলেছেন। চারটি বিষয়ে অধ্যাপক নিয়োগের কথা বলেছেন। অধ্যাপকদের এক থেকে দু'বছর বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসতে হবে বলে বলেছেন। বলা ছিল যে এই অধ্যাপক পদ কেবল স্বদেশবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। অধ্যাপকদের শিক্ষকতা কাজের সাথে গবেষণার কাজও করতে হবে ও অন্যদের গবেষণার কাজে সহায়তা করতে হবে। প্রত্যেকের অধীনে গবেষণার ছাত্র নিয়োগ করতে হবে।

ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ গড়তে হবে। অধ্যাপক পদে নিয়োগ, তাদের কাজের বিধি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে গড়া বোর্ড থাকবে যারা সেনেটের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে।

১৯১৩ সালের ১৬ই আগস্ট সেনেটের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেখানে সিন্ডিকেটে আলোচিত স্যার রাসবিহারী ঘোষের আর্থিক অনুদানের ইচ্ছার বিষয়টি সেনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করা। স্বয়ং উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী নিজে সেনেটের সভায় সেটি উত্থাপন করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উদ্ধৃতি হিসেবে সেটা তুলে ধরা গেল।

Gentlemen,

I do not use the language of mere convention when I state that I regard it as a special good fortune to be in a position to place before you for acceptance the recommendation of the Syndicate. A little more than twelve months ago, on the 22nd June, 1912, when it was my privilege to announce to my colleagues on the Senate the munificent donation of Sir Taraknath Palit for the foundation of two Professorships of Physics and Chemistry and for the establishment of a University Laboratory, I ventured to express the hope that the benefaction then before us might not be the last of its kind. A few months later, I had the pleasure to announce to you that Sir Taraknath Palit had supplemented his noble gift, and had thus rendered it easier for us to attain speedy and unqualified success in the achievement of our great task of the foundation of a University College of Science. It is now my privilege to ask my colleagues to accord their sanction to the acceptance of the magnificent offer, of one of the most, illustrious Members of this University, to place at our disposal ten lacs of rupees in cash in furtherance of the University College of Science. Dr. Rashbehary Ghose is no stranger to us, he has been one of us for more than half a century. He entered the University as an under-graduate in 1860, and his academic career presents a uniform record of unusual brilliancy. For more than thirty-five years, his name has added lustre to the long roll of our Ordinary Fellows. The University has always been justly proud of the many achievements of one of the most gifted and accomplished of her sons. What member of the University is there, who has not cherished with pride and satisfaction the many remarkable successes of Dr.

Rashbehary Ghose in varied fields of activity, as a Scholar, as an Advocate, as a Legislator, as a leader of his educated countrymen, and last but not least, as a benefactor of his fellow beings. But, of all his achievements; unquestionably the greatest is his princely offer for the promotion of scientific education, which will evoke the lasting gratitude of successive generations of Indian students; no other work accomplished by him has furnished in an equal degree incontestable proof of his massive intellect, his strength of character and his generosity of heart. The scheme outlined in his letter will enable us to create at once four new University Professorships, one for Applied Mathematics, one for Physics, one for Chemistry and one for Botany, with special reference to agriculture. Wo shall thus be able to secure the services of four investigators whose life-long duty will be to carry on original research, with a view to extend the bounds of knowledge, to improve by the application of their researches the Arts, Industries, Manufactures and Agriculture of this country, and to stimulate and guide research by advanced students as to foster the growth of real learning amongst our young men and thereby to secure a perpetual succession of qualified investigators. Provision is also made for the payment of stipends to distinguished graduates engaged in research and investigation under the guidance of the University Professors. The Balance of the income of the fund is to be applied in the maintenance of the Laboratory in which the Professors and their advanced students will carry on their investigations. The scheme thus outlined, you will observe, fits in admirably with the scheme for the establishment of the University College of Science as determined by the Senate when the gift by Sir Tarakath Palit was accepted.

We shall have now six University Professorships attached to the College of Science. One of the Professors will devote himself exclusively to the study and development of Applied Mathematics or Mathematical Physics, inclusive of subjects like Capillarity, Elasticity, Vibrations, and Molecular Dynamics, which lie at the very foundation of Physical and Chemical Science. Two Professors, again, one of the foundation of Sir Taraknath Palit and the other on the foundation of Dr. Rashbehary Ghose will devote themselves to the study and advancement of Physical Science, which presents an ever- expanding field of investigation. Two other Professors, again,

one on the foundation of Sir Taraknath Palit, and the other on the foundation of Dr. Rashbehary Ghose, will devote themselves to study and investigation in the boundless field of modern Chemical Science. Finally, for the present-and for the present only, I hope- one Professor on the foundation of Dr. Rashbehary Ghose will devote himself to study and investigation in the field of Botanical Science with special reference to Agriculture. It will thus be patent to the most superficial observer that the University College of Science, which the Senate resolved to establish last year in connection with the endowment of Sir- Taraknath Palit, has, by the magnificent gift of Dr. Rashbehary Ghose, been placed on a solid foundation, and that circumstances, however adverse they may be, will never be able to interrupt the continuous progress and development of the Institution.....

Gentlemen, before I resume my seat, let me go back to one sentence in the letter of Dr. Rashbehary Ghose to which I shall take the liberty to invite your attention. In the concluding paragraph of the letter, the illustrious, Founder charges me with the duty of exerting myself to the utmost, so that his long-cherished ambition to promote Scientific and Technical Education amongst our countrymen may be speedily realised. To me personally, it is a matter of supreme satisfaction to receive from the hands of my Master this great gift for the benefit of our common Alma Mater.

But this injunction is, I take it, intended by the Founder to be addressed through me, to all his colleagues of the Senate, and I urge on each and every one of the Members of this University, individually and collectively, to exert themselves for the success of this great cause by all legitimate means in their power. I now move for your acceptance the recommendation of the Syndicate that the magnificent offer made by Dr. Rashbehary Ghose, be gratefully accepted on the conditions named in his letter."

[Senate Meeting No.13, 16 August 1913]

স্যার আশুতোষ প্রথমে স্যার তারকনাথ পালিতের অনুদানের কথা জানালেন। তারপর স্যার পালিতের কাছ থেকে আরও এক কিস্তি টাকা পাওয়ার কথা জানালেন। তারপর স্যার রাসবিহারী ঘোষের এই অনুদান কীভাবে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে তাঁকে স্বস্তি দিল সে কথা জানালেন। এর ফলে আগের বছর সিন্ডিকেটের

এক সভায় নেওয়া বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পথে বাধা অনেকটা অতিক্রম করা সম্ভব হবে বলে জানালেন।

স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থা প্রচলনের যে অঙ্গীকার ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে করা হয়েছিল সেটা এবার পূর্ণতা পাবে। এর সাথে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আগের মাত্র কুড়ি মাস সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন বিষয়ে মোট দশটি চেয়ার প্রফেসরের পোস্ট তৈরি হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার মধ্যে দুটি পোস্ট হয়েছে ভারত সরকারের দেওয়া অর্থে, দু'টি পোস্টের অর্থ যোগান দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় নিজের তহবিল থেকে, আর বাদবাকি ছ'টি পোস্ট তৈরি হল এই বাংলার মানুষের দেওয়া অর্থে। এই অর্থ তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ থেকে দেননি, দিয়েছেন নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে অর্জিত অর্থের সঞ্চয় থেকে। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে যে এবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে তাঁদের স্বপ্নকে সফল করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সকলকে সাধ্যমত সচেষ্ট হতে আবেদন জানালেন।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া এই দানে কেবল উপাচার্য স্যার আশুতোষ নয়, সেদিন উপস্থিত সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। সেনেটের ইংরেজ সদস্য প্রফেসর স্টিফেন জানাচ্ছেন যে

"The gift is startling even if it were only for the magnitude of it. It equals, if it does not indeed surpass, all the benefactions that have been made to British Universities- apart of course from the gift of the millionaire, Mr. Carnegie, to the Scottish Universities. It surpasses, if I remember rightly, the gifts of Lord Strathcona and Lord Mount Stephen to Aberdeen University. But the most interesting points about it are these: There has been-I think I may make bold to say--some scepticism in many English people, some inclination to be sarcastic with regard to the existence of any public spirit of beneficence and self-sacrifice for public interests among Indian people. But such disinterested benefactions as those of Sir Taraknath Palit and Dr. Ghose must dispel such scepticism. And we may now go further and reasonably expect that the example thus nobly set will find many imitators, and that other departments of learning will soon find their patrons.

And further, such benefactions give a national character to the University and will do much to dispel another misunderstanding

which I know does exist. We not unfrequently find it alleged or implied that the University with the modern education which it cultivates is a foreign and exotic plants transplanted to a strange and uncongenial soil in which it can take no deep root, nor lead any healthy life that it is like a branch grafted on a tree of different species which can undergo no further development and bear no fruit; and that the Government made a grave mistake when it grafted this of a foreign tree branch on the Indian stock. The development of the Indian mind ceased, it seems to be thought, 3,000 years ago, and thereafter it became effete. If it is still capable of culture, it is only in the ling of the old culture of the Upanishads and Shutras, it is incapable of assimilating modern thought. I am sure I am not exaggerating when I say that this opinion is still widely spread, and that it is given expression to from time to time in many a London newspaper of supposed light and leading. Now what I mean to say is that one effect of such benefaction must be to dispel this misunderstanding and open the eyes of many European people to this fact, that the Indian people are earnest with their education, and make it evident that the Indian Universities are not languishing exotic plants, but have taken healthy root in the soil and are growing and bearing fruit.

They must convince all that the Bengal University is of a truly national character. It is true that it has indeed been introduced from abroad by the fostering hand of Government, but the soil has proved congenial to the plant, and it can now be seen to be fully naturalised in the country, and to be rapidly becoming independent of its foster parent, the Government of India, and the Government must be proud to find that its enterprise, often thought so rash, has been so fully justified by results.

And further, still another great gain is brought within easy reach by such benefaction as these most well-wishers regret the necessity to which the youth of India are subject, of resorting to foreign countries to complete their education; and that study in a distant land is still thought necessary before admission into the higher services. Indeed, one is inclined to think that the necessity has been already obviated in some departments. I cannot help thinking that the Medical College here is at least as well adapted for the training of Indian medical

men as any British Medical School. And for that matter, I doubt if the available training in the Arts is much inferior. But the need for higher training in Europe is still strongly felt in those very subjects which have now been provided for by the benefactions of Sir T. Palit and Dr. Ghose and one great result will be that, before long, this necessity will no longer exist. This together with the truly independent and national character towards which the University is being brought nearer and nearer, are among the advantages of this remarkable gift. I have therefore the greatest satisfaction in further supporting the motion."

[Senate Meeting No.13, 16 August 1913]

এই উক্তি থেকে স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার তারকনাথ পালিতের দেয় অর্থ সেই সময়ের তুলনায় যে কত বিরাট অঙ্ক সেটির একটা ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলছেন যে দু'একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে কোনো ইংরেজ নাগরিকও ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বড় অঙ্কের অর্থ দান করেননি। এই অনুদান সবার জন্যই শিক্ষণীয়। সব শেষে তিনি আশা করেছেন যেমন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা বিলেতের যেকোনো মেডিক্যাল শিক্ষায়তনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে, তেমনি এর পর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষও এমনই হবে যে আগামী দিনে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আর বিদেশে যেতে হবে না।

বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পর্বের অধ্যাপকগণ

এই দুই মহান দানবীরের মহানুভবতার ওপর নির্ভর করে অবশেষে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী বিজ্ঞান কলেজ ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন। স্যার আশুতোষের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। তবে অধ্যাপক নিয়োগ, ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম জোগাড় করা, ল্যাব সাজানো, ইত্যাদি শেষ করে পড়াশোনা শুরু হতে আরো বছর দুই লেগে গেল।

স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারি ঘোষের দানপত্রের শর্ত ছিল তাঁদের দেওয়া ফান্ড তদারকির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের বডি বা বোর্ড থাকবে। এই বোর্ড অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক, গবেষক নির্বাচন বা অন্যান্য বিষয়ের তদারকি করবে। তবে এই বোর্ড সেনেটের নির্দেশিকা মেনেই কাজ করবে। এই দু'জনের দানপত্রের শর্ত অনুযায়ী এই বোর্ডের নাম ছিল যথাক্রমে তারকনাথ পালিত এনডাউমেন্ট গভর্নিং বডি এবং রাসবিহারী ঘোষ এনডাউমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বোর্ড। এই বোর্ডের

সদস্য কারা হবেন সেটা দানপত্রেই নির্দিষ্ট করা ছিল। পালিত গভর্নিং বডি'র সদস্যদের মধ্যে ছিলেন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রেভারেন্ড জে ওয়াট, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্টার পল ই ব্রুল, এডভোকেট জেনারেল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বিচারপতি বি কে মল্লিক এবং সিন্ডিকেটের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ডাঃ নীলরতন সরকার। আর ঘোষ ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পল ই ব্রুল, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, এবং সিন্ডিকেটের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জী, মহেন্দ্রনাথ রায় এবং সুবোধ চন্দ্র মহলানবিশ।

পালিত এবং ঘোষ অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আর ১৯১৪'র ২৪শে জানুয়ারিতে একসাথে এই দুই বোর্ডের মিটিং বসে অধ্যাপক নির্বাচনের জন্য। পদার্থবিদ্যা বিভাগের পালিত অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হন ড. চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন আর কেমিস্ট্রি বিভাগের পালিত অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হন স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে ফিজিক্স বিভাগের জন্য নির্বাচিত হন ড. দেবেন্দ্রমোহন বসু, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিকস বিভাগের জন্য নির্বাচিত হন বেনারসের কুইনস কলেজের অধ্যাপক গণেশ প্রসাদ, কেমিস্ট্রি বিভাগের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এবং পরে বটানি বিভাগের জন্য নির্বাচিত হন এস পি আগরকর।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পালিত অধ্যাপক এবং ঘোষ অধ্যাপকের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে পরে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাথ সাহা। এইখানে খেয়াল করার বিষয় হল নির্বাচিত সব অধ্যাপকেরাই হলেন ভারতীয়, যেটা তৎকালে বিরল ঘটনা ছিল। এই ব্যাতিক্রম ঘটল, কারণ স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ দু'জনেরই দানের শর্ত ছিল ভারতীয়দের থেকেই অধ্যাপক নির্বাচন করতে হবে। ইওরোপীয়দের থেকে যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের পাওয়া যাবে এমন গ্যারান্টি তখন ছিল না। অথচ ভারত সরকার চাইতো বৃটেন থেকেই অধ্যাপক খুঁজে এনে নিয়োগ করা হোক। এক্ষেত্রে সেটা হল না। এবং না হওয়া সত্ত্বেও সেদিনের নির্বাচন যে কত সঠিক হয়েছিল সেটা পরবর্তীকালে প্রমাণিত। নির্বাচিত সকলেই পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের নাম দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞান কলেজে পঠনপাঠন ও গবেষণা শুরু হওয়ার অতি অল্পকালের মধ্যে নেচার পত্রিকা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রখ্যাত জার্নালে যে পরিমাণ গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেটা এক কথায় অভূতপূর্ব। নেচার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তার স্বীকৃতি মিলেছিল। পরবর্তীকালে স্যার পি সি রায়ের একটি ভাষণ থেকে সেকথা জানা যায়।

ঘোষ অধ্যাপক পদের শর্ত অনুযায়ী এঁদের সকলকে ইওরোপ, আমেরিকা বা জাপানে গবেষণার জন্য যেতে হল। পালিত বোর্ড এবং ঘোষ বোর্ডের দ্বারা অধ্যাপক নির্বাচন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সেনেটের দ্বারা অনুমোদনের পরই এঁদের নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি যে তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার পদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বেতনক্রম স্থির করা ছিল না। বিভিন্ন দানপত্রে দেওয়া নির্দেশ মত বেতন ঠিক হত। সেই হিসেবে পালিত প্রফেসরের বেতন সর্বাধিক ছিল। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে পালিত প্রফেসরের এবং ঘোষ প্রফেসরের নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ওই দুই পদের বেতনের কথা বলা ছিল যথাক্রমে বছরে ১০,০০০ টাকা এবং ৬,০০০ টাকা। অর্থাৎ যথাক্রমে মাসে আট'শ টাকার কিছু বেশি আর পাঁচ'শ টাকা। এর সাথে তখন লেকচারারের বেতন ছিল ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মত। সেই হিসেবে চেয়ার পোস্টের অধ্যাপকের বেতন ভালই ছিল বলতে হবে। তবে পালিত প্রফেসরের বেতন সেই যুগের যেকোনো চাকুরির বেতনের তুলনায় যথেষ্ট ভাল ছিল। পালিত অধ্যাপক পদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই হবেন বিভাগীয় প্রধান।

পালিত ল্যাবরেটরির গবেষকের বেতন ছিল ৭৫ টাকা! আবার এই অধ্যাপক পদের সাথে যুক্ত নয় এমন গবেষকদের বেতন কিন্তু এদের তুলনায় বেশ কম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত গবেষকরা পেতেন ৫০ টাকা। সময় সময় এর থেকেও কম।

ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক আয়োজন শেষ করে বিজ্ঞান কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো শুরু হতে ১৯১৬ সাল হয়ে যায়। পদার্থ বিভাগে পালিত অধ্যাপক পদে সি ভি রমনের যোগদানে দেরি হওয়াতে এবং ঘোষ অধ্যাপক বিদেশে থাকার কারণে দু'জন অধ্যাপক নিয়োগ করতে হয়। এই দু'জন হলেন যোগেশচন্দ্র মুখার্জী এবং ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে এই ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রথম রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হবেন।

প্রাথমিক পর্বে বিজ্ঞান কলেজের পরিচালনার কাজ পালিত বোর্ড এবং ঘোষ বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা তৈরি করা কমিটির তত্ত্বাবধানেই চলত। তবে ১৯১৯ সাল নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা গঠিত গভরনিং বডি'র ওপর এই কাজের দায়িত্ব আরোপিত হয়। তবে ১৯১৭ সালেই স্নাতকোত্তর স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা ভাবনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিশেষ কাউন্সিল তৈরি হয়।

বিজ্ঞান কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো শুরুর পর্বে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট ছাড়া অন্যান্য বিভাগও ছিল। তবে সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল না।

স্যার রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দফার দান

বিজ্ঞান কলেজে পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার অবনতি শুরু হয়। তাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিভাগের পড়াশোনা শুরু হলেও কারিগরি বিভাগের পড়াশোনা শুরু করা যাচ্ছিল না। তাই স্যার রাসবিহারী ঘোষ আর এক দফা আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দিলেন। ১৯১৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর একটি চিঠি এল উপাচার্য ড. নীলরতন সরকারের কাছে। সেই চিঠি ২৩শে ডিসেম্বরের সিন্ডিকেট মিটিং-এ পেশ করা হল।

1. Read the following letter from Sir Rashbebary Ghose, Kt., C.S.I., M.A., D.L., Ph.D., making the generous offer of being at the disposal of the University a further sum of Rs. 11,43,000 for promotion of Technological instruction and research.

"SANS SOUCI"
Alipore, Calcutta,
The 22nd December, 1919.

The HON'BLE SIR. NILRATAN SIRCAR, Kt., M.A, M.D.,

Vice-Chancellor of the Calcutta University.

Dear Sir,

About six years ago I made over to the University ten lakhs of rupees in the hands of the University College of Science for the promotion of Scientific and Technical Education and for the cultivation and advancement of science, Pure and Applied, amongst my countrymen. I understand that although the sum has enabled the University to arrange for instruction and research of Pure Science, the University has not been able, from lack of funds, to make a similar advance in Applied Science. I have accordingly decided to place at the disposal of the University a further sum, namely three and a half percent Government Securities tor Rs. 11,43,000, which will produce an annual income of Rs. 40,005, to be applied exclusively for purposes of Technological instruction and research.

This sum will be held by the University as an integral part of the original gift, and all the conditions mentioned in my letter of the 8th August 1913, shall apply, subject to the following modifications:

First: That two new University Professorships or Chairs (in all respects subject to the same conditions as mentioned in my letter of the 8th Aug 1913) be established, one for each of the following subjects:

(e) Applied Chemistry.

(f) Applied Physics.

Note—By 'Applied Chemistry', I mean one or more of the following subjects, as suggested in the report of the Calcutta University Commission Colour Chemistry, preparation of dyes, drugs and photographic Chemicals, tanning, fermentation, gas and coal-tar industries and oil industry, or such other subject or subjects as may from time to time be determined by the Board of Management.

By 'Applied -Physics', I mean one or more of the following subjects suggested in the report of the Calcutta University Commission: Electrotechnology, Applied Thermodynamics and the Standardisation Instruments, or such other subject or subjects as may from time to time be determined by the Board of Management.

Secondly: That four additional studentships (in all respects like as mentioned in my letter of the 8th August, 1913) be established, two students to be attached to each of the Professors mentioned above.

Thirdly: That the balance which will remain out of the annual income

of the fund, which is likely to exceed Rs. 24,000, after payment of salaries of the Professors and studentships, should be applied to equipment and maintenance of the necessary Laboratories, Museums, Workshops, the adequate provision for which is absolutely necessary, for which sufficient money might not be available from other funds at disposal of the University.

Fourthly: That the Board of Management to include the Professors of Applied Chemistry and Applied Physics in the same way as the other four Professors mentioned in my letter of the 8th August, 1913.

On receipt of intimation that the Senate has accepted my offer, I arrange for the transfer of the securities to the University.

Yours truly,

RASHBEHABY GHOSE

[Source: Syndicate meeting No.57, December 23, 1919]

সেদিনের মিটিং-এ স্যার রাসবিহারী ঘোষের এই দান কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করা হল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানোর জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র কারিগরি বিভাগের পড়াশুনো শুরু করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে পি এন ঘোষের নিয়োগ

১৯২০ সালের ২৫শে নভেম্বরের সিন্ডিকেট মিটিং-এ অ্যাপলায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য রাসবিহারী ঘোষ চেয়ার অধ্যাপক পদে ড. পি এন ঘোষের নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়। সিদ্ধান্তটি এই রকম- "Read a letter from the

Secretary to the Government of India, Dept. of Education, conveying sanction of the Government of India to the appointment of Dr. Phanindranath Ghosh, M.A., Ph.D., as Sir Rashbehary Ghose Professor of Applied Physics."

[Soure: Syndicate meeting No.49, November 25, 1920, Acc. No.GS433]

এই নিয়োগপত্র পাওয়ার পর ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এই পদে যোগদান করেন। এর পরেই এই পদের শর্ত অনুযায়ী বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন এবং সেই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করেন। ঘোষ বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের ২৩শে ডিসেম্বরের মিটিং-এ এই বিষয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।

"Read a letter from Dr. Phanindranath Ghosh, M.A., Ph.D., Sir Rashehary Ghose Professor of Applied Physics, on the subject of his deputation to England and America to enable him to visit important centres of Technological Studies in those countries."

সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে "That the Board recommend to the Syndicate that the Senate be moved to sanction the deputation of Prof. Phanindranath Ghosh for two years, with full pay, to enable him to

work under specialists in Europe and America, and, that an additional sum of Rs. 3,000 be placed at his disposal to cover travelling and all incidental charges."

তিনি ১৯২২-এর শেষে দেশে ফিরে এসে ফের কাজে যোগ দেন এবং সিন্ডিকেটের মিটিং-এর মিনিটস থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মাঝে মধ্যেই বই বা ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানাচ্ছেন। তবে পরিমাণের দিক দিয়ে সেসব খুবই মামুলি অঙ্কের টাকা।

দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

আমরা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। বিজ্ঞান কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদালয়েরই অঙ্গ। সেজন্য বিশ্ববিদ্যলয়ের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে বিজ্ঞান কলেজের ভাগ্যও জড়িত থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেজন্য এই সময় কালে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছিল তার দিকে একটু নজর দিতে হবে। উনিশ'শ দশের দশকে আরো দু'টি ঘটনা ঘটে।

প্রথম ঘটনা হল এই দশকের শুরু থেকেই বাংলার পূর্ব ভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী ক্রমশ জোরালো হতে শুরু করে। এবং অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমনিতে একটি প্রদেশে একের অধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে কারুর আপত্তি থাকার কথা না। শুরুতে খুশিই হয়েছিল সকলে। কিন্তু এই উদ্যোগের পিছনে রাজনীতি ছিল সেটা ক্রমে প্রকাশ পায়।

একদিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কিন্তু ভারত সরকারের তরফে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের অঙ্ক বৃদ্ধির আশা দেখা গেল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে এমনটাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল সরকার আর্থিক ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে এল না। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে খানিক শঙ্কিত করেছিল বইকি। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ আরও ভাগাভাগি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

তবে এরই মধ্যে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যাতে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। মনে হয়েছিল যে এবার হয়তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদিন ফিরবে। ১৯১৭ সালে একটি কমিশন বসানো হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। এই কমিশনের চেয়ারম্যান করা হল বিলেতের লীডস

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলারকে। ১৯১৯ সালে সেই কমিটি তার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ জমা দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সরকারের অবহেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীর একটি প্রেক্ষিত ছিল। কলকাতা ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী। কলকাতার বাংলার পশ্চিম ভাগে অবস্থানের কারণে সব দিক দিয়েই এই ভাগের রমরমা একটু বেশি ছিল। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা সব দিক দিয়েই বাংলার পশ্চিম ভাগ পূর্ব ভাগের তুলনায় এগিয়ে ছিল। সেই নিয়ে মুসলিম-প্রধান পূর্ববাংলার শিক্ষিত ও ধনী লোকেদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ সব সময়ই ছিল।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয় প্রশাসনিক সুবিধের জন্য এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সকলে এই যুক্তি মানতে চাননি। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ। সকলের সন্দেহ ছিল যে বৃটিশ সরকার এটা করছে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্যই। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন বাংলায় তীব্র আকার নেয় এবং পরে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলার পূর্ব ভাগের বড় একটা অংশের মুসলিম সমাজ এই বিভাজনে উল্লসিতই হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এতে তাঁদের উপকার হবে। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবেন। শিক্ষায় শিল্পে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু তাঁদের উল্লাস বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। যেকোনো কারনেই হোক ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এতে এপারের মানুষজন খুশি হলেও ওপারের মুসলিম সমাজ খুশি হয়নি। এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ওপার বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের বিষয়টিকে দেখতে হবে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে এই বাংলায় সর্ব ক্ষেত্রে এক স্বদেশী চেতনা ছড়িয়ে পড়ছিল। তার অনুষঙ্গ হিসেবে এপারে স্বদেশী শিক্ষার দাবীও জোরদার হয়ে উঠেছিল। সেই দাবীর কারণেই গড়ে উঠেছিল ন্যাশানাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ও সোসাইটি ফর প্রোমোশন ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন। সেই রকম বাংলার পূর্বপ্রান্তেও অনুরূপ দাবী গড়ে উঠেছিল। সেখানকার মুসলিম সমাজ সেখানে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদির দাবী জানিয়ে যাচ্ছিলেন।

মনে রাখতে হবে ১৯০৯ সালে বাংলার পূর্ব ভাগ পৃথক প্রশাসনের অধীন ছিল। তখন পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ এই দাবী পূরণের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। ১৯১১

সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করার ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে চরম হতাশা দেখা দেয় এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার সেটা বুঝতে পারছিল। এবং ক্ষোভ নিরসনের রাস্তার সন্ধানে ছিল। এই সময় ১৯১২ সালে পূর্ব বঙ্গের কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে দেখা করে একটি দাবী পেশ করেন। তাদের দাবী ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাইসরয় এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। তিনি প্রায় সাথে সাথেই এই দাবী মেনে নেন। এবং জানান যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তিনি এও জানান যে চরিত্রগত ভাবে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এই মর্মে সরকারি নির্দেশনামা জারি হয় এবং বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখতে ১৩ জনের একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। যেটা মিস্টার বি নাথানের নামে নাথান কমিটি বলে পরিচিত। এই কমিটি অতি দ্রুততার সাথে ১৯১২ সালের মধ্যেই আনুমানিক ৫৩ লাখ টাকার একটি পরিকল্পনা সহ তাদের সুপারিশ জমা দেন। তবে এর পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় অবশেষে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের পর প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার জন্য যে বিশাল জায়গা জুড়ে বিপুল আকারের সরকারি কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার সবটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে আসা হয়। ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিই আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেই সময়কার যেকোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে আসলে ইংরেজ সরকারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপতার কারণেই ঘটেছে অচিরেই বোঝা গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বাধিকার রক্ষা নিয়ে নাছোড় অবস্থান ইংরেজ সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলছিল। সেই কারণেই অর্থের অভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল অবস্থায় এসে ঠেকলেও সরকারের তরফে কোনো সহযোগিতার আশ্বাস মেলেনি। যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অথচ মোটামুটি এই সময়ের আগে ও পরে সারা ভারত জুড়ে বেশ কয়েকটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যেমন, ঢাকা, পাটনা, লখনউ, আলীগড়, মহীশূর, ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়।

এই সময় থেকেই সরকারি আধিকারিকদের কেউ কেউ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনাকে আক্রমণ করা শুরু করেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়বহুল জানা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগ চালু করাকে অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলে প্রচার করতে শুরু করেন। বলতে থাকেন যে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক

সংকট শুরু হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এই বিষয়ে বিশদে বলা হবে। তার আগে এই পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয় কমিশন ১৯১৭ সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলা দরকার।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন ১৯১৭

১৯১৭ সালের কনভোকেশনের বক্তৃতায় চ্যান্সেলার চেমসফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন ১৯১৭ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষ করে যখন সরকার ও স্থানীয় কিছু মানুষ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না। এই কমিশন বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে বিশদে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিল, কেন বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের জন্য অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনেক কমিশনই বসেছে এবং কাজ করেছে। কিন্তু এমন বিশদে সব কিছু পর্যালোচনা করে এমন গঠনমূলক সুপারিশ দেওয়া আর কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। দুঃখের বিষয় এর সুপারিশগুলি কার্যকর করা হয় নি। যদি করা হত তা'হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা অন্য রকম হতে পারত।

সাত সদস্যের এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বিলেতের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার মাইকেল ই স্যাডলার। সেজন্য এই কমিশনের আর একটি নাম হল স্যাডলার কমিশন। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জে ডাব্লিউ গ্রেগরি, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি জে হারটগ, ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর র‍্যামসে মুনির। আর স্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী, বাংলার ডিপিআই ডব্লিউ ডব্লিউ হরনেল, আলীগড়ের অধ্যাপক ড. জীয়াউদ্দীন আহমেদ। কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের এসিসটেন্ট সেক্রেটারি জি এন্ডারসন। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্দেশ করা। কমিশন এই কাজ করতে গিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের দেখার ওপর নির্ভর না করে সারা ভারত ঘুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সাথে কথা বলেছেন, তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ শুনেছেন। তাদের প্রত্যেকের মতামত নথিবদ্ধ করেছেন। তার ওপর নিজেদের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন। ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ তাদের রিপোর্ট জমা দেন। বিপুল আয়তনের এই রিপোর্ট পাঁচ ভলিউমে বিভক্ত। তার সাথে সংযোজন হিসেবে ছিল আরও আট ভলিউম। এত বিস্তৃত ও বিশদে কাজ করতে আর

কোনো কমিটিকে কখনও করতে দেখা যায়নি। এর পর্যালোচনার বিস্তৃতি এমনই ছিল যে পরবর্তীতে ভারতে যে ক'টা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সকলেই এই কমিশনের সুপারিশগুলি তাদের বিবেচনায় রেখেছিল।

মাইকেল স্যাডলার

এই কমিশন যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে গড়া হয়েছিল কিন্তু কাজ করার সময় এই কমিশন দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যালোচনার আওতায় রেখেছিল। এমন কি স্কুল স্তরের শিক্ষা থেকে কলেজ স্তরের শিক্ষা নিয়ে ভেবেছিল। সুপারিশ করা হয়েছিল যে স্কুল এবং কলেজ স্তরের শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকবে। এবং সেটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে।

বহু বিষয়ে পর্যালোচনার মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে এর মন্তব্য এবং সুপারিশগুলির কথা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যায়। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে বিশদে ভেবেছিল এই কমিশন। গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাবিদদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে যে মতামত সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি স্বাভাবিক কারণেই সাযুজ্যবিহীন ছিল। সাযুজ্য থাকার কথাও না। প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মতামত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন কারিগরি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়া দরকার। আবার কেউ বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার মধ্যেই হতে পারে কারিগরি শিক্ষা। তাতে প্রশাসনিক ব্যয় কম হবে। ইত্যাদি।

এই কমিশন খুব স্পষ্টভাবে নিজের মতামত দিয়েছিলেন। খুবই বিশদ সেই রিপোর্ট। এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে তাঁরা কি কি বিষয়ে বিবেচনা করছেন তা এক, দুই, করে ফিরিস্তি হিসেবে শুরুতেই উল্লেখ করেছেন। শুধু সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই তাঁদের বিবেচনার বিষয়ের বিস্তৃতিটা বোঝা যাবে।

তাদের রিপোর্টের ৪৮ নম্বর চ্যাপটারে এই সুপারিশগুলি আছে। সেখানে শুরুর খানিকটা অংশ এই রকম (এর মধ্যে সংখ্যাগুলি হল যে যে বিষয় আলোচনা হবে তার ক্রমিক সংখ্যা)।

Section I. Technology as a branch of university studies- (1-2) A modern university, especially one in a great industrial and commercial city like Calcutta, should include applied science and technology in its courses of study and award degrees and diplomas in those subjects. Such developments of university training are especially needed in India. (3) The decision of the University to enlarge its work in this direction was approved and confirmed by the great majority of our witnesses. (4) The consequence of advanced technological training by the University will have a beneficial effect upon the outlook of the secondary schools. University developments of higher technological training should be associated with corresponding changes in the course of study in high schools and with the provision of practical training in the proposed intermediate colleges. Hence the need for a Board of Secondary and Intermediate Education able to promote and encourage changes in the courses and equipment of the high schools and for intermediate colleges in preparation for what is projected in the more advanced stage at the University.

Section II. Technological departments proposed for Calcutta University. Comments on draft regulations (5) The action of the University of Calcutta in developing courses of technological training most largely depends upon financial support Received from private benefactors, from the industries concerned, and from the Government. (6--7) It is undesirable therefore at this stage to define exactly the higher technological developments (other than those of agriculture, mining, architecture and engineering) which the University should endeavour to establish. But prima facie Calcutta is a suitable centre for the advanced training of students capable of meeting the requirements of (i) the leather industries, (ii) the chemical industries (including those concerned with the manufacture of dyes), (iii) the oil and fat industries, (iv) some branches of the textile industry. Enumeration of the branches of applied science in which inter alia the University should provide courses of instruction and facilities for research. (8) At Dacca, the University should not, in the first instance at any rate, attempt higher technological training, but the work of

scientific investigation in its laboratories should be carefully brought into association, with that of investigations in cognate subjects at Calcutta and elsewhere. (9) The function of a university in meeting the intellectual needs of the industrial and commercial world may be combined, with benefit to the whole of its intellectual life and civic outlook, with the maintenance of the older aims of university work. (10) In the technological departments an essential thing is to develop the technical sense of the students. (11) This involves the employment of a staff of teachers combining scientific knowledge with practical experience, the provision of costly equipment in the laboratories and workshops of the University, and friendly relations between the heads of the technological departments and the industrial firms, in order that the students may have opportunities for getting practical experience and may find access to employment. The building up of these conditions will be a slow process, and therefore the development of advanced technological training at the University should be undertaken with deliberation and caution. (12) The industrial outlook in India is full of promise for technological training. (13) Observations on the draft regulations of the Senate of Calcutta University (1918) for examinations and degrees in certain technological subjects. (14) Location recommended for the new technological departments of the University. Co-operation with the proposed Calcutta Technological Institute. (16) The question of a separate faculty.

Section III. Advisory committees; departmental workshops; advanced technological study abroad (16) The value of an advisory committee, including members with industrial experience and representatives of, the scientific staff and administrative authorities of the University, attached to each technological department (17) Honours and pass courses in technological subjects: degree and diploma courses. (18) Clear definition of the aim of each technological course desirable. (19) Need for securing opportunities for practical experience under conditions as part of a technological course. (20) Limitations of the practical training which the University can give in workshops attached to its own technological departments. Provision of plant. (21) Technological scholarships held abroad: the difficulty experienced by some of the students in finding employment on their return to India in the industry for which they have been trained shows the

need for caution in developing technological departments in Indian universities under the conditions hitherto prevailing, though these may change. (22) Analysis of the present occupations of Indian students trained in the technological departments of the Leeds University as showing that industry in India does not yet absorb all technologically trained recruits, but that technological training, has educational value as a preparation for other responsible positions.

Section IV. Professors of technology and private consultant practice-(23-24) Desirability of allowing professors of technological subjects to engage in private consultant practice so far as is consistent with their obligations to the University. (25) Relations of the Government of Bengal to technological education in its various grades. (26) The help and guidance which may be given by the Government of India in the wise development of advanced technological training and research at the various centres in India best adapted for the purpose, and in encouraging cooperation among scientific investigations in different institutions. (27) Our concurrence in the views of the Indian Industrial Commission on this matter.

[Source: Report of Calcutta University Commission, 1917-19, Vol-V, Part-II, Recommendations of the Commission, Chapters XLVIII, TRAINING IN TECHNOLOGY (OTHER THAN ENGINEERING, MINING, ARCHITECTURE AND AGRICULTURE) AND IN COMMERCE]

ক্রমিক সংখ্যা ধরে উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ১৯১৭-১৮ সালের সময়কালে দাঁড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিভাগ চালু করে ঠিক কাজই করেছিল। কমিশনের সুপারিশ এই সিদ্ধান্তের সপক্ষেই সায় দিয়েছে। এবং জানিয়েছিল যে ব্যক্তিগত দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ফান্ড ছাড়াও গভর্নমেন্টেরও অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে হবে। কমিশনের সুপারিশের ৬ ও ৭ নম্বর আইটেমের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে লেখা হচ্ছে।।

"...It is desirable that the University should provide advanced training and facilities for research in industrial chemistry, including colour chemistry and the preparation of dyes, drugs, and photographic chemicals, also in tanning and in fermentation, and in the sciences 'bearing on the gas and coal-tar industries and on the oil industry. The department of physics at the University College of Science might

be developed with special reference to electro- technology, applied thermo-dynamics, optics and the standardisation of instruments.

7. In considering what departments of applied science and technology (other than in engineering, mining and agriculture) it should endeavour to establish, the University of Calcutta should have regard not only to the financial cost of their foundation and maintenance but also to the desirability of there being a division of labour between the different universities of India with regard to technological training and research."

[Source: As above]

ওপরের ইটালিকসে দেখানো অংশ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য করা। এখানে অ্যাপলায়েড ফিজিক্সের বদলে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট বলে উল্লেখের কারণ ১৯১৭-১৮ সালে অ্যাপলায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আলাদাভাবে তৈরি হয়নি। তবে তৈরি হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায় নি। তবে এর কিছুদিন পরেই ১৯২০ সালে, ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টেরই শিক্ষক ড. ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ অ্যাপলায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট গড়ে তোলার জন্য রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর পদে নির্বাচিত হবেন।

কমিশনের উপরোক্ত মন্তব্যের কয়েকটি প্যারাগ্রাফের পরেই লেখা হচ্ছে যে–

"The recognition of these new technological courses by the University of Calcutta is a development of critical importance. We regard it as highly, satisfactory that the Senate has approved in principle such an enlargement of the scope of the university's work. But precipitancy in awarding degrees or licences in technological subjects to students whose scientific and practical training might be inadequate for the purpose in view would have the unhappy result of disappointing expectations and of depreciating seriously the future value of university qualifications in these branches of study. It is highly important that the first products of the proposed new departments should prove themselves qualified for responsible work. We suggest therefore that the Government of India should express its approval of the addition of these technological subjects to the courses recognised by the University of Calcutta but should withhold its assent to the draft regulations for degrees and licences until the provision for the necessary teaching and laboratory accommodation

is guaranteed. This would assure the University that the aims of its new policy in regard to technological education have the approval of the Government of India, and would justify it in approaching private donors for help towards the achievement of its purpose."

[Source: As above]

এই রিপোর্টে কারিগরি শিক্ষার পরিচালনার প্রসঙ্গে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশদে আলোচনা আছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ও সরকারকে সেইসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। যেমন, কারিগরি বিভাগের ছাত্রদের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজনের কথা এবং সময়ের সাথে সাথে তার উন্নত মডেলগুলি সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছিল। শিল্পপতিরাই যাতে এই যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে তার জন্য শিল্পপতিদের নিয়ে এডভাইসারি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল। এতে শিল্পপতিদেরও সুবিধে হবে বলে জানিয়েছিলেন। কারণ তাদের যন্ত্রের ক্রেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি বিভাগে এসেই যন্ত্রের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করে যেতে পারবেন।

কমিশনের দূরদর্শিতার প্রমাণ হিসেবে তাদের শেষ পরামর্শটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভবিষ্যতে তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ হিসেবে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে-

"26. But in the encouragement of advanced technological training and research questions arise which affect the welfare of India as a whole and not the interests of one province alone. It is desirable that the scientific work of the technological departments in the various universities should not be wholly disconnected. And in deciding where the chief centre or centres of research and training for any great industry should be established, the convenience and general welfare of the whole of India should be borne in mind. Independent action on the part of individual universities should be welcomed, especially when private liberality enables an institution to develop this side of its work in the interests of the district or province which it immediately serves. The provincial Government should be free to develop technical training for the assistance of any industry which it regards as being of sufficient local importance and promise. But insufficiently considered efforts in establishing new departments of higher technological training and research would be wasteful of energy and funds. There should be a wise division of labour among

the universities, and a concentration of enterprise at the places which are best fitted for the purpose. We hope that the Government of India will administer funds out of which it can give special grants- in-aid to advanced technological training and research. It will thus be in a position to exert considerable influence in securing concerted action among the universities."

[Source: As above, In detailing of the item no. 26]

ভারত সরকার নিজেই এই কমিশন বসিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা পর্যালোচনা করে সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য। এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের অন্তর্বর্তী সময়কালের মধ্যে তাঁদের মনোভাব বদলে যাওয়ায় কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলল।

অর্থের অনটন ও শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে বিতর্ক

আগেই বলেছি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগ শুরু হওয়ার পর থেকেই আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯২১ সাল নাগাদ ঘাটতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এর জন্য দ্রুত নানান বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার প্রসার ঘটানোকেই দায়ী করা হচ্ছিল।

স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার এত দ্রুত প্রসার ঘটানোয় অনেকেরই আপত্তি ছিল। সেজন্য নানা ভাবে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টাও করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু আশুতোষ মুখার্জী কোনো কিছুতে দমেন নি। এজন্য তাকে নানান কটু কথা শুনতে হত। আর এই কটু ভাষণের সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন তখনকার ভারতের গভর্নর জেনারেল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হার্ডিঞ্জ সাহেব এবং তাঁর হস্তক্ষেপে স্যার আশুতোষের উপাচার্যকালের হঠাৎই সমাপ্তি ঘটে। তখন উপাচার্য পদটি ছিল অবৈতনিক। নিয়োগ হত দু'বছরের টার্মে। স্যার আশুতোষ ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মার্চ অবধি মোট চারটি টার্মে উপাচার্য ছিলেন। সেই হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। কিন্তু তাঁর এই কার্যকালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। ফলে আরো কিছুকাল তিনি এই পদে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হত।

স্যার আশুতোষের প্রথম পর্বের উপাচার্যকাল শেষ হওয়ার কিছু কাল আগে থেকে তিনি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের বিরাগভাজন হতে শুরু করে। এই বিরোধ সামনে এসে পড়ে আইন বিভাগে তিনজন শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। এই তিনজন শিক্ষক হলেন আব্দুল রসুল, আব্দুল সুরাওয়ার্দি এবং কে পি জয়সয়াল। এঁরা তিন জনই পন্ডিত মানুষ ছিলেন। কিন্তু এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে এনারা রাজনীতির সাথে জড়িত। তাই এনাদের নিযুক্তিতে সায় ছিল না সরকারের। এনাদের নিযুক্তির বিরোধিতা করে ১৯১৩ সালের ২৩শে আগষ্ট ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি হেনরি শার্প বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে লেখা ছিল–

"... the Government of India is bound in duty to prevent by every means in their power the exertion of unsettling influences upon student. They cannot ignore the mischief which has already been wrought among the pupils of certain schools and colleges in Bengal."

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta p-2401

১৯৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী প্রকাশনায় "Reform and Re-organization: 1906-24" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঘটনার উল্লেখের শেষে ড. প্রমথনাথ ব্যানার্জীর মন্তব্য "And thus did the woes of the University begin." (পৃঃ ২৪৪)। অর্থাৎ এই সময় থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত সমস্যার শুরু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন নিয়ে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী'র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি জানাচ্ছেন যে একসময় ভারতের গভর্নর জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উচ্ছ্বসিত ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথচ এর কিছুদিন পরেই যখন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হল তখন আর ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনো সারা মিলল না। তিনি লিখছেন–

"Shortly after Hardinge had made his announcement at the University Convocation, a notable event happened, which, at the time, had no parallel in the history of university education in India. Taraknath Palit, an eminent lawyer, executed, one after another, two Trust Deeds in favour of the University, the effect of which was to vest in the University, lands and money of the aggregate value of fifteen lakhs of rupees in aid of the foundation of a University College of Science and Technology."

এর পরেই তিনি লিখছেন–

"...For reasons of its own, the Government of India of the day, which, at an early stage, given unmistakable indications of a desire to help the University to a teaching and research organization, seemed, to all appearances, to have lost interest in the further growth of the institution. Repeated requests of the University for financial assistance from public funds were turned down by the Government."

[Source: The University and the Goernment: 1904-24, by Tripurari Chakraborty, Hundred Years of the University of Calcutta p-1881]

সত্যিই এর পর থেকে ভারত সরকারের অসহযোগিতা আরও স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯১৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ঘাটতি মেটাতে কিছু অর্থের দাবী জানিয়ে একটি চিঠি লেখা হয়েছিল ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। সেই ঘাটতির পরিমাণ ছিল বছরে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার মত। এই আবেদনের উত্তরে জানানো হল যে 'অর্থের যোগাড় করা গেলে অন্যান্যদের দাবীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবেদনও বিবেচনা করা হবে'। অর্থাৎ সেই দাবী শিকেয় তুলে রাখা হল।

ইতিমধ্যে আশুতোষ বুঝে গেছেন যে উপাচার্য পদে তাঁর মেয়াদ আর বেশি দিন নেই। তাই বিশেষ তৎপরতার সাথে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার কাজটি শেষ করায় সচেষ্ট হন। ২৮শে মার্চ ১৯১৪ সমাবর্তনের দিন ছিল। ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ ১৯১৪ তারিখে বিজ্ঞান কলেজের উদ্বোধনের কাজটি সম্পন্ন করেন।

২৮শে মার্চ তারিখের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তথা ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ অনুপস্থিত থাকলেন। তার বদলে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠালেন। সেই বিবৃতির একটি জায়গায় মন্তব্য ছিল এই রকম–"...he had made his University his own", আর এই লিখিত বক্তব্যের সাথেই পরবর্তী উপাচার্য হিসেবে শ্রী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম সুপারিশ করেন। ৩১শে মার্চ ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের উপাচার্যের মেয়াদকাল শেষ হল। যদিও তিনি নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত রয়ে গেলেন সেনেটের হিসেবে।

চ্যান্সেলর সাহেব তাঁর মন্তব্যে 'হি' বলতে স্যার আশুতোষকে বুঝিয়েছিলেন। তার মানে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে 'স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার জমিদারি বানিয়ে ফেলেছেন'। এই ধরনের উক্তি এখনও কারও কারও মুখে

শোনা যায় যে তিনি 'যা ইচ্ছে তাই করতেন'। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাগুলি যে আর পাঁচ জনের মত ছিল না, সেটা তাঁরা ভুলে যান। আশুতোষের এই তৎপরতার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর তৎপরতাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান বিভাগে অতি প্রতিভাধর অধ্যাপক গবেষকের সমাবেশ ঘটে এবং তাঁদের কর্মকান্ডের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু ভারতেই নয় বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানচিত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়।

কারিগরি বিভাগের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক অনুদানের আবেদন

বিজ্ঞান বিভাগ চালু হলেও অর্থের অভাবে কারিগরি বিভাগের পড়াশুনো শুরু করা যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ১৯২১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি আর্থিক সাহায্য চেয়ে প্রাদেশিক সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করা হয়। তাতে জানানো হল যে কারিগরি শিক্ষা চালু করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়বদ্ধ। পালিত এনডাউমেন্ট ফান্ড এবং ঘোষ এনডাউমেন্ট ফান্ড গ্রহণে সম্মতি দেওয়ার সাথে সাথে এর সাথে যুক্ত শর্ত মানতে বাধ্য বিশ্ববিদ্যালয়। সেই অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কী পরিমান অর্থ ব্যয় করা সম্ভব সেটা জানিয়ে বাকি কত টাকা পেলে কাজ শুরু করা যেতে পারে তার হিসেব দেওয়া হয়েছিল সেই চিঠিতে। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য যে ইউনিভার্সিটি কমিশন বসানো হয়েছেল তার রিপোর্টের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই রিপোর্টে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে তার জন্য অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তার দাবী জোরদার করার জন্য এই চিঠিতে সেই কমিশনের সুপারিশের কথা মনে করিয়ে দেয়।

Senate House, the 5th February, 1921

To
The SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BENGAL,
Education Department.

Sir

I am directed by the Vice-Chancellor and Syndicate to request you to place before the Hon'ble Minister in Charge of Education; this application for financial assistance for the development of teaching work in accordance with the recommendations of the Calcutta,

University Commission. Paragraph 54 of Chapter LI of the Report of the Commission (Vol. V, pages 282-83) is in these terms:

"The post-graduate scheme described in Chapter XV is carried on at a cost of more than 5 lakhs of rupees, of which Rs. 1,25,000 is derived from lecture fees. The Government of India has contributed towards the cost first by founding three chairs and two readerships at an annual cost of Rs. 40,000; and, secondly, by a grant for the post-graduate classes in general of Rs. 15,000. The balance, more than half of the total, is taken from the general funds of the University, which are, in fact, derived almost wholly from the profits on examinations. Fees at the Matriculation, Intermediate and B.A. Examinations have been increased in order to meet these charges.

The 158 full-time University Lecturers who provide the bulk of the instruction are paid salaries, valuing in amount, which average Rs. 225 per mensem of £180 per annum. The funds do not permit these salaries to be increased, nor is any superannuation scheme provided; it is consequently, difficult to retain the services of some of the abler teachers. It would demand an additional expenditure of about Rs. 1 lakh 25 thousand to increase the average salary to Rs. 300; which is not excessive for this grade of work, seeing that we have suggested Rs.200 as the average for those of the College Teachers who are not Heads of Departments."

The recommendation of the Commission has received additional strength from recent events. It has been brought to the notice of the Vice-Chancellor that appointments in the Dacca University have been offered to Members of the Calcutta University Staff on much higher salaries than the Calcutta University has found it hitherto possible to pay them. To take one illustration, a member of the post- graduate staff in Philosophy, who is in receipt of a salary of Rs. 300, has been offered an appointment in the Dacca University on a minimum salary of Rs. 500 with periodical increments. The Vice-Chancellor and Syndicate are not able to appreciate the justification for placing public funds at the disposal of the Dacca University authorities, with the inevitable result that they are enabled to take away members of the Post-Graduate staff by offer of higher salaries. If public funds are available for development of higher teaching in Bengal, the Calcutta University is manifestly entitled to a fair share

thereof. I am, accordingly, directed to request that a grant of one and a quarter lakhs be made for salaries of the Post-Graduate staff during the session 1921-22, as recommended by the Commission.

I am, further, directed to request that a capital grant of Rupees Ten Lakhs may be made for extension of Technological studies, as recommended by the Commission in Paragraph 7-5 of Chapter LI of their Report. The Government of Bengal is, no doubt, aware of the organisation which exists in the University College of Science and Technology for teaching in Science, Pure and Applied. The College of Science owes its existence in the main to the munificence of the late Sir Taraknath Palit and he Hon'ble Sir Rashbebary Ghose. The gift made by the former (money and land) is worth 15 lakhs of rupees; the endowment created by the latter exceeds 20 lakhs of rupees. The income of the two endowments has to be applied principally in the maintenance of eight Chairs and sixteen Research students.

The balance of the income of these endowments which is left after payment of the salaries of these Professors and of Scholarships to the research students, is quite inadequate for the equipment of the respective Laboratories. The University has, consequently, found it necessary to devote a large portion of its current income from year to year to the construction of the Laboratory, Buildings, and equipment of the Laboratories. Some idea of the sums which have been spent by the University will be gained from the following statement:

Cost of erection of Palit Laboratory Building at 92, Upper Circular Road... Rs. 3,89,427

Equipment for the Laboratory (Physical, Chemical and Biological)... Rs. 3,34,382

Total ... Rs. 7,23,809

Besides this, the University maintains two Chairs, one for Botany and the other, for Zoology. The former is held by Dr. P. Bruhl, D.Sc., who is on the grade of Rs. 800-50-1000, and the latter, by Mr. S. Maulik, M.A. (Cantab), who is on the grade of Rs. 600-50-800. To carry on the work in each Department, the University has found it necessary to employ a number of Assistant Professors, Lecturers

and Demonstrators, whose aggregate salary amounts to Rs, 3,525 per month. Notwithstanding all these arrangements, the University has found it impossible to undertake instruction in Technology and Applied Science on anything approaching an adequate scale. This is a matter for deep regret, especially in view of the fact that the last gift of the Hon'ble Sir Rashbehary Ghose was made expressly for development of technological teaching, and the Chair of Botany first created by him was expressly intended for improvement of agricultural instruction.

The authorities of the Science College have had ready for some time past a carefully prepared programme of work for the development of technological instruction, and its outline may be set forth here for information of Government:

(A) Applied Chemistry.....		Rs. 4,65,000
(B) Applied Physics		Rs. 3,10,000
(C) Applied Botany (including Agriculture)...		Rs. 2,00,000
(D) Library of the Science College...		Rs. 1,25,000
	Total	Rs. 11,00,000

In Chemistry (A), the most essential need is an adequate workshop: this, it is estimated, will cost Rs. 2,25,000, namely, Rs. 75,000 for building and Rs. 1,50,000 for appliances.

In the Department, of Applied Physics (B), it is intended to undertake work in Applied Electricity, in the testing and standardisation of instruments, in Applied Optics (including Illumination Engineering), in Pyrometry and in Applied Thermo-Dynamics (including-a study of the efficiency of different types of Heat Engines). An estimate of Rs. 2,10,000 is manifestly a very modest demand for so important a work.

In the Department of Botany (C), it is intended to undertake instruction in Agriculture. The most urgent need is an Experimental Farm, which need not be situated in the immediate neighbourhood of Calcutta. A site in some place easily accessible by rail will meet the needs of our students. The acquisition of land and the

construction and equipment of a farm will cost at least a lakh of Rupees. Another one lakh will enable the University Professors to complete the arrangements which have already been begun in the Palit House at 35, Balligunj Circular Road.

The remaining item (D) is the Library of the University College of Science. For purposes of instruction on the most modern lines in such subjects as Chemistry, Physics and Botany, it is absolutely essential to acquire the chief journals and standard works of reference. A sum of Rupees One Lakh and Twenty-five Thousand will enable the University to procure not all, out many, of the most pressing requisites.

It is obvious that a recurring grant would be needed for the purpose of carrying out efficiently the work of technological and agricultural instruction from year to year. The Vice-Chancellor and Syndicate do not, however, press for a recurring grant during the ensuing session, and they will be content to utilise the capital grant which may be placed at their disposal with the assistance of their present staff.

The Vice-Chancellor and Syndicate, accordingly, request that provision may be made for a capital grant of Rupees Ten lakhs for the development of technological studies in connection with the University College of Science, in addition to the grant of Rupees One Lakh and Twenty-five Thousand for the salary of Post-Graduate Teachers.

[Source: Archive Acc. No. GS548, Minutes of the Year 1921 Part-1, Feb. 11, 2021]

প্রায় গোটা চিঠিটি তুলে দিতে গিয়ে উদ্ধৃতি একটু লম্বা হয়ে গেল। তবে এর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চিত্রটা বোঝা সহজ হবে। এত দীর্ঘ চিঠির মূল উদ্দেশ্য হল দুটি টেকনোলজি বিভাগের গঠনমূলক কাজ করার জন্য দশ লক্ষ টাকা, আর অন্যান্য স্নাতকোত্তর বিভাগের শিক্ষকদের বেতনের জন্য সোয়া এক লাখ চাওয়া। কী কী খাতে এই দশ লক্ষ টাকা চাওয়া হচ্ছে সেটাও ভেঙ্গে বলা হয়েছে। অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রির জন্য ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আর অ্যাপ্লেয়েড ফিজিক্সের জন্য ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। বটানি বিভাগের জন্য ২ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা লাইব্রেরির জন্য।

এই অর্থ বরাদ্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কত বিশদে ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। প্রথমত অর্থ অনুমোদনের পক্ষে সওয়াল করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১৯১৭-এর সুপারিশ থেকে লম্বা উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। বলা হয়েছে সেখানে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার দরাজ হস্ত, অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ন্যায্য অর্থ মিলছে না। এও মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এখানকার তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এতটাই বেশি যে এখানকার ভাল ভাল শিক্ষকরা ঢাকায় চলে যেতে চাইছেন!

চিঠিতে এও মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মোট খরচের সব টাকাই সরকারের কাছ থেকে চাইছে না। একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আয় থেকে দিচ্ছে। যেমন পালিত ল্যাবরেটরি বিল্ডিং-এর জন্য ব্যয় করেছে ৩,৮৯,৪২৭ টাকা এবং ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয় করেছে ৩,৩৪,৩৮২ টাকা। অর্থাৎ বিশ্বইদ্যালয় ব্যয় করেছে মোট ৭,২৩,৮০৯ টাকা। এছাড়াও আছে বটানি ও জুলজি বিভাগের দু'জন অধ্যাপক ও সহকারি অধ্যাপক এবং ডেমনস্ট্রেটরের বেতনের টাকা।

কিন্তু এইসব খাতে খরচের পর টেকনোলজি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই অর্থের দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু এই দাবী পূরণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

২০২২ এর ১লা মার্চ প্রাদেশিক সরকারের সভায় ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া অনুদানে বিরাট পার্থক্যের প্রসঙ্গ তোলেন জনৈক সভ্য। বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ ৯ লাখ, অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেন বরাদ্দ হয়েছে মাত্র এক লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা। শিক্ষামন্ত্রী তার জবাবী ভাষণে বলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা। এবং এর

কারণ "was due to thoughtless expansion of the University in the past". He said, "I repeat, I do not question the motives which have actuated the Calcutta University, the present or the past. But, I do assert, with all the emphasis I command, that the financial management of the Calcutta University in the past was deplorable. Perhaps from an academic body one should not always expect good financial management... The authorities of the Calcutta University were actuated by their laudable enthusiasm to develop post-graduate studies. Bur surely they should have looked ahead, surely they should have realized that the sound financial way of dealing with a matter like this was not to act on mere hope of getting doles from the Government of India. They should not have spent the provisions which were accumulated during so many years in one single year,

and thus brought the premier University of India to the verge of bankruptcy. It was almost criminal thoughtlessness to have ignored the financial aspect of the question in their enthusiasm for expansion."

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta p-280]

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আশুতোষের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনার উদ্যোগ সরকারের শিক্ষা বিভাগের পছন্দের ছিল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভায় মন্ত্রীর এই উক্তি এবং বলার ভঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সিন্ডিকেটের সদস্যদের অনেককেই ক্ষুব্ধ করেছিল এবং সেনেট সদস্য ড. বিধান চন্দ্র রায় ৩রা মার্চ ১৯২২ এর সেনেট মিটিং-এ মন্ত্রী মহোদয়ের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সেনেট সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বিষয়ে আলোচনার দাবী করেন। সেই দাবীর ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ৭-সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ২৯শে এপ্রিল ১৯২২ তারিখে সেই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে, যেখানে মন্ত্রী প্রভাস চন্দ্র মিত্র'র উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়।

এই রিপোর্টে ৩১শে মার্চ ১৯২২ পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজের জন্য ব্যয়িত সমস্ত অর্থের হিসেব দেওয়া হয়। সেখানো দেখানো হয় যে এ পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজের জন্য ব্যয়িত অর্থের মোট পরিমাণ হল ১৮,১৩,৯৫৯ টাকা। এর মধ্যে দশ বছরে ভারত সরকারের দেওয়া টাকা হল সাকুল্যে ১,২০,০০০ টাকা। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের জন্য ১৯১২ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের অঙ্ক হল ২৩,৪০,৬৯০ টাকা।

এই রিপোর্টে মন্ত্রীর উল্লেখ করা 'থটলেস এক্সপানসন' অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করেই স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের বিস্তারের অভিযোগকে নিন্দা করা হয়। এবং সরকারকে 'ইরিটেট' তথা বিরক্ত করার কোনো চেষ্টা কখনো করা হয়নি বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই সমস্ত বিষয় উত্থাপনের উদ্দেশ্য হল সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের মনোভাব বোঝানো। ওই সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাতে সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়। তার একটি কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনটনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অদক্ষতা হিসেবে চিহ্নিত করা। অন্যটি হল সেই সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস।

সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের মন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ বলে

গণ্য করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯২২ সালে স্যার আশুতোষ পঞ্চম বারের জন্য উপাচার্য পদে আসীন হয়েছেন। তখন সেনেটের সদস্যদের মধ্যে স্যার পি সি রায়, ডা. নীলরতন সরকারের মত লোকজন উপস্থিত। তাদের পক্ষে এই অবমাননা মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। এই সময়কার বিবাদের কারণে যেসমস্ত চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল এবং সেনেট সিন্ডিকেটে আলোচনা হয়েছিল, তা খুবই প্রণিধাণযোগ্য। সেই সমস্ত দলিলে চোখ রাখলে সেই সময়কার মানুষজনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনুধাবন করা যায়। এই সূত্রে বেশ কিছু লম্বা উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন হবে। তবে একটু ধৈর্য ধরে সেগুলি পড়লে আমাদের অতীত দিনের সেই মানুষগুলির স্বরূপ চিনতে সাহায্য করবে।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন আছে। ১৯২২-এর ২৪শে জুলাই রাজ্যের একাউন্টেন্ট জেনারেলের একটি রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠানো হয়েছিল। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিরূপ মন্তব্য ছিল। পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সরকার সেটাকেই হাতিয়ার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অব্যবস্থার অভিযোগ তুলতে প্ররোচিত করেছিল। একাউন্টেন্টের মন্তব্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা 'স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়'। এটাকেই শিক্ষামন্ত্রী ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আর্থিক অব্যবস্থার জিগির তুলতে।

শিক্ষামন্ত্রী'র অভিযোগের জবাবে আশুতোষের ব্যাখ্যা

২৯শে জুলাই ১৯২২ এর সেনেট মিটিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর প্রাদেশিক সভায় তোলা অভিযোগের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জী। আশুতোষের বক্তব্যঃ

"...The Hon'ble Minister made some allegations against the University, the most prominent of them being (i) that the financial management of the University was deplorable and the present financial difficulties of the University were mainly due to the thoughtless expansion of the Post-Graduate Department in Arts, (ii) that the Science College was not being treated properly and (iii) that, the University was making unnecessary delay in furnishing the Minister with information regarding the finances of the University.

Our Post-Graduate students in Arts number about 1500 whereas those studying Science subjects number only about 200. Are we then justified in ignoring the claims of so many students to higher

education by indifferently responding to their call or refusing to accommodate them?

I know Universities and educational institutions which are chronic sufferers from financial stringency. But I have never heard them being denounced on that score. No doubt the Calcutta University is in financial difficulties. That means perhaps that our ideals are a little larger than our means. But we must be judged very carefully whether we had any reasons to allow our ideals to grow to the present extent. I am prepared to show that the Government is responsible to a large extent in this connection. It must be admitted that much of the responsibility accrued to the Government (1) through the present University Act introduced in 1904 providing for starting a teaching department, (2) through the appointment of a committee by the Government of India in 1912 for settling preliminaries for the future, Post-Graduate department in Calcutta, (3) through the Government sanctioning the regulations for the Post-Graduate department that were placed before them after a careful consideration by the Senate-regulations in which the possible financial resources including expected government help. were clearly laid down, (Government would have no reason whatever to say that they did not know anything about the source of income of the Post-Graduate department), (4) through the grants the Government was making, in different shapes to the Post- Graduate department either for Professorships, or for Laboratories and other purposes and (5) through the promises some of which have been fulfilled and others not redeemed as yet but none so far as I know abrogated. Many of these were deferred till the completion of the labours of the University Commission. We had every reason to believe that help would come from the Government. There was no question of any speculation on our part or of any expectation of charitable doles from the Government. It was purely a contract between the Government, the University and the students of Calcutta, each party having certain, responsibilities and certain rights. So, far as the University is concerned, so far as lay within her power, she has fulfilled her obligations. So far as the Government is concerned it remains for them to fulfil their obligations to us by liberal payments to the Post Graduate department. The recent changes in the Government cannot help

them to abrogate these obligations. I am glad to find the Minister accepting, the responsibility of redeeming a former Government pledge in connection with Dacca. I trust the same spirit will prevail while dealing with Calcutta.

Sir, I know we have not been able to nurse the Science College quite in the way in which we would like to nurse it. Want of funds stood in the way. But we have done our level best. During the last ten years we contributed nearly ten lakhs from the Fee fund to the Science College, whereas the Government contributed only one lac and twenty thousand rupees. Our contributions to the Arts department have been twelve lacs and forty-eight thousand rupees while the Government contribution has been two lacs and nineteen thousand rupees. If we have been partial to the Arts department, the Government have been proportionately more partial. And if we are to blame for neglecting the Science department, the government has been neglecting it much more than we have been. But that is not the point. The point is this. There is a smaller number of students in the Science department who paid us about 6,500 rupees a year and we contributed one lakh of rupees every year on an average, whereas in the Arts department the number is much larger who contributed 65,000 rupees a year and we contributed a little over one lac and twenty thousand rupees a year. This is the position. The allegations that we have been neglecting the Science department and unduly favouring the Arts department and the thoughtless expansion of the Arts department is the chief cause of our difficulties are groundless. In fact, the present difficulties of the University are due to various causes, the chief amongst them is the neglect of the Government to come forward with adequate help which had always been reasonably expected of them. There are other causes also. The number of our students has been reduced. The allegations that the present difficulties are mainly due to the expansion of the Arts department, cannot be based on a solid basis of facts. It is based on a disappreciation of the Post-Graduate department in Arts. That is all that I find. I need not detain you any further. I think that the Report is comprehensive enough to give you all that is necessary to form an unbiassed and clear opinion. I move the adoption of the Report of the Committee appointed on the 13th March.

[Source: Senate Meeting No. 15, July 29, 1922]

এই রিপোর্টে বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করার প্রেক্ষিতটা খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। সমস্ত বিভাগই চালু করা হয়েছে ১৯০৪ সালের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ীই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সিদ্ধান্তের কথাই সরকারকে জানানো হয়েছে এবং সব কিছুই সরকারের সম্মতিতেই হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় একতরফা ভাবে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা 'চিন্তা ভাবনা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে' এমন অভিযোগ অবান্তর।

বাংলা সরকারের শর্তাধীন সাহায্যের আশ্বাস

১৯২২ সালের ২৩শে আগস্ট বাংলার সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি চিঠি দেয়। তাতে জানানো হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২,৫০,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, তবে তার জন্য কিছু শর্ত মানতে হবে।

শর্তের বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী বইয়ে ড. প্রমথনাথ ব্যানার্জীর লেখা প্রবন্ধ থেকে তুলে দিচ্ছিঃ

"The additional grant was subjected to certain conditions to be fulfilled by the University which must accept the recommendations of the Accountant-General, Bengal. There were eight conditions. One of the conditions was: "No further expansion involving financial responsibility will be undertaken by the University until their financial position shows an improvement." A second condition was that, "the accounts of separate funds should not be mixed up and the actuals of receipts and expenditure under each fund should be prepared and submitted to the Board of Accounts, to the Senate and the Government of Bengal every month soon after its close." A third condition was that "all arrears of salaries and at least half the amount of the examiners' remunerations amounting to Rs. 1,75,000 up to the 30th June, 1922, should be forthwith paid."

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta p-286]

এই শর্ত সম্পর্কে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের শতবার্ষিক সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ "The University and the Government: 1904-24"-তে লিখছেন–

"There were as many as eight conditions in the Government letter of 23 August, all of which disclosed a lamentable spirit of

distrust. These conditions, in truth, indicated a desire on the part of the Government to utilise the then financial embarrassment of the University to obtain control over its affairs in a manner not contemplated by the Act of Incorporation, 1857, and the Indian Universities Act, 1904. One of the conditions sought to be imposed, was that the actual receipts and expenditure under every fund should be "submitted" to the Government of Bengal every month. Then, the first condition which the University was required to fulfil was "that no further expansion involving financial responsibility would be undertaken by the University until their financial position showed an improvement". This was unmitigated distrust, and the appropriate course for custodians of the public funds "would have been not to make a grant at all, rather than make a grant clogged with conditions of this description"." *[Page-198]*

প্রাদেশিক সরকারের শর্তাধীনে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় এর জবাবে জানালো যে তাদের পক্ষে এই মুহূর্তে মাস্টার মশায়দের বকেয়া বেতন ১,৭৫,০০০ টাকার অর্ধেক টাকাও মেটানো সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বলেই চুপ করে গেল না। সরকারের ২৩শে আগস্ট ১৯২২-এর চিঠির বয়ানটি খতিয়ে দেখবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হল ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২২-এর সেনেট সভায়। কমিটি বানানোর এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের এই শর্ত আরোপের বিষয়টিকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করছে এবং এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করছে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ মুখার্জী, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, বিধান চন্দ্র রায়, গিরিশ চন্দ্র বোস, জি হাওয়েলস, রেভারেন্ড এফ এক্স ক্রোহান, কামিনী কুমার চন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ মৈত্র।

'গভর্নমেন্ট গ্রান্ট' বিষয়ক কমিটির রিপোর্ট ১৯২২-এর ২রা ডিসেম্বরে সেনেটের সভা পেশ করা হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সেটি উত্থাপন করেন। সেই রিপোর্ট পেশ করার সময় তিনি একটি বক্তব্য রাখেন। তিনি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন সেদিন। শুরুতেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯২১-২২ বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয় ছিল ৮,০৯,৭৯৩ টাকা। এর মধ্যে সরকারের দেয়া অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৮,১৩৫ টাকা, যেটা মোট অঙ্কের মাত্র ৮ শতাংশের সামান্য বেশি। তিনি যেন

বলতে চাইছিলেন যে এই সামান্য অনুদানের বিনিময়ে সরকারের এত কথা মানায় না। তিনি পরিস্কার জানিয়ে দেন যে সরকারের কোনো রকম খবরদারি বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নিতে বাধ্য নয়। সেদিন সেনেটের সভায় দেওয়া তাঁর বক্তৃতা একটি ঐতিহাসিক দলিল। সেটা পড়ে দেখার মত।

"I submit this report for adoption by the members of the Senate. I do not think it is necessary to inflict a lengthy speech. More so because I confess, I lack the capacity.

The report has been circulated, I hope, to the members in time, and, I trust, they had the ample time to go through it, as many momentous issues are involved. In the first place, I draw the attention of my colleagues to two points. Much capital has been made in the Government letter of the report of the Accountant General on the finances of the University. It is asserted that the report reveals the fact that the financial administration of the University has been anything but satisfactory. The report has been dealt with at some length in the report of the Committee, page 50, and I hope the perusal of it will convince any unbiassed person that the Report of the Accountant-General if it points to anything, points to the extreme inadequacy of the grants made to the University from public funds. The contributions by the Government in the year 1921- 22, out of a total expenditure of Rs.8,09,793-4-6 in the Departments. of Arts and Science, were Rs. 68,135 -a little over 8 percent. I leave it to my colleagues to consider whether the grant is at all adequate. It will be in the memory of the members of the Senate that it fell to my lot to resist the proposal to saddle our countrymen with additional expenses by increasing the examination fees of the poor students. My point was not in any way to paralyse the activities of the University but to force the hands of the Government. (Reads an extract.) The Accountant-General does not say that the University Funds have been misapplied or misappropriated. I now come to the conditions of the Government grant.

A perusal of the Government letter leads us to the conclusion that the Government desires to utilise the present financial embarrassment of the University to obtain control over its affairs in a manner not contemplated in the Indian Universities Act of 1904. It reveals the attitude adopted by the Imperial Government since the year 1912. It seems to me, Sir, that there is an unseen hand working from

behind with dark and sinister purposes since the year 1912 onwards. While the Government of India had been putting off the claims of financial assistance for the post-graduate scheme on the score of want of funds, it could easily spare something like ten crores of rupees or more for the construction of New Delhi. A well- informed Calcutta daily went to the length of characterising this expenditure as "wicked waste." The Government of India also could make up its mind to earmark 150 crores of rupees during the next five years for the rehabilitation of the railway. One-hundredth of it, i.e., one and a half crore could rehabilitate the University.

Let us come to the Government of Bengal, which I find is the legal inheritor of the noble traditions of Simla. What am I to say of the Bengal Legislative Council which would not give us even 22 lacs of rupees? Is this the first fruit of the so-called Reforms Act, an earnest of what was expected of an Indian member as Minister of Education? In that case, I am afraid, we have to exclaim, "Lord, deliver us from such a reform." The Provincial Council says that it is the custodian of public funds. The Council may grant five or six lacs if it comes to providing comfortable quarters for married Sergeants; the Councillors are quite willing to grant two or three lacs for Hospital Nurses quarters. Are these things of far greater importance to Bengal than higher education? I need not take up more time by dilating on this point. There are other and more veteran exponents. If I am zealous of scientific education, I never maintain that it should be carried on at the expense of culture. I am as much for the Humanities and Liberal Culture as for Scientific Education, Culture and Science go hand in hand. When I come to my own College of Science, I am apt to lose my balance of mind. I can scarcely restrain myself. I find that the people of Bengal in some shape or other contributed sixty lacs for the College of Science; in endowments alone- I speak subject to correction-it amounts to about forty-five lacs. Out of fees from my beloved-poor students throughout Bengal we have got as much as ten lacs. Out of other funds we have got something like five lacs. All this makes up sixty lacs. But the Government has given a precious grant of one lac and twenty thousand -twelve thousand a year. Is this to be expected of a civilised Government, when we have to make up lost ground? I hold in my hand the latest issue of a scientific journal in Chemistry.

Look at the number of original papers. Look at the record of one month's work in Chemistry alone? It amounts to 588 original papers by as many authors. A list of authors is given in alphabetical index. It represents only one branch of science. There are similar activities in Physics, Biology, Bacteriology, Botany, Physiology, and so forth. I need not amplify the names. There are several thousands of papers published in Europe, America, and Japan every month. What is the contribution made by Indians? Barely one or two. We are practically nowhere, if we take our students' contributions in the scientific world. Such being the case, one might have expected of the Government of India, or of its successor, the Government of Bengal, to come, forward with a liberal grant to uphold us in this struggle we are making in advancing the cause of Science? Only this morning one of my colleagues, the Professor of Physical Chemistry, an ardent student of science spoke to me with reference to the inadequacy of equipment in the College of Science. Just two years ago, about this time, while I was in London it was my privilege to attend a Conference of Chemists, at which papers on Colloid Chemistry and on other subjects were read, and amongst these papers there was one contributed by this young friend of mine. The "Nature" remarked that of all the papers read in the Conference, the most important was the one by my young friend who need not be named. We were fortunate in securing his services on a pay, which is—the initial pay of the Indian Educational Service. He was complaining to me this very morning that he could not send an order for a small table so that, he might put up apparatus for making experiments. I, as responsible head of the Department, was taken to task by the Education Minister, because I had ordered a few thousands worth of articles in anticipation. We have to anticipate orders for scientific apparatus at the Presidency College. If we have to order anything, as is contemplated in the new scheme, we shall have to wait in the antechamber, not only of the Minister but his advisors. I think we had better show a bold front. The conditions which have been imposed are so humiliating, so gallingly derogatory to our self-respect, that we had better close down the concern, lock up the gates of the University and go about the country for support. It appears that the Government has actually abdicated its function. Strange doctrines of Political Philosophy are being enunciated. We are told

that the primary function of the Government of India, as well as of the Government of Bengal is the maintenance of "law and order." Hence, they were very careful to see that only military expenditure and that of the Police of the Provincial Government were provided for. Other departments might well be left to take care of themselves, to starve, to shiver in the cold, shade of neglect. We cannot put up, with this state of things. Let the Government abdicate its function if it likes. I must play the role of the professional beggar. I have gone about the country with the beggar's bowl. Last year I got in this way three lacs for Khulna famine. This year I have got more than five lacs. I think, the patriotism of Bengal will prove equal to the occasion if the Government adopts this strange attitude. Government was unstinted in its liberality when it came to decorate the ball room at the Belvedere. A grave crisis is looming large in the horizon of our national intellectual progress. We are threatened with a national disaster. So, it behoves us to take concerted action and try our best to avert the calamity. We should gird up our loins and see that the noble heritage which has been granted to us is not bartered for a mess of pottage. I feel very very strongly on this occasion. In the evening of my life, I thought I might hand down to our successors the lamp which we have been able to light so very dimly, so that it might burn very brilliantly. That feeble light is about to be extinguished. That is the reason why on this occasion I have not been able to keep my vow of silence. Seldom or never have I taken any active part in the debates of the Senate. I was content simply with recording a silent vote. On a memorable occasion, more than a century ago, Raja Rammohan Ray, the maker of modern Bengal, nay of modern India, addressed a letter, to the then Governor-General of India, Lord Amherst, saying that silence on his part would be construed as a great dereliction of duty. On that occasion the illustrious Raja pleaded the cause of Western Education, in the interest, of not only literature, and philosophy, but also in the interest of my own favourite subject Chemistry. The appeal which he made in the interest of High education yet appeals to the heart of the later generations. We shall not go down on our knees. Let us go to the people of the country, headed by the Hon'ble the Vice- Chancellor and a deputation of the Senate, and make a house-to- house visit or rather a visitation. Come what it may I am sure the cause of education will not suffer.

I need not speak further. I have said what I had to say and I could not keep myself under anything like restraint.

About this barter of our birth-right, should beg to read a very notable extract from the speech of Mr. Fisher, late Minister of Education in England. We have concluded our report with it, we cannot do better than to lay special stress upon it. It is an inducement to refuse to accept any Government grant on humiliating terms. The Minister of Education distinctly says that no one appreciates more fully than himself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the University as laid down in the statute. I make a final appeal to the Education Minister to read and digest every word of the report and think twice before he pursues the course which he has contemplated. With these words, I submit the report for adoption."

[Source: Senate Meeting No. 21, December 2, 1922]

আচার্য পি সি রায় রিপোর্ট পেশ করার পর উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জীর আহবানে একের পর এক সদস্য এই রিপোর্টের ওপর তাদের বক্তব্য রাখেন। সকলের বক্তব্যই প্রণিধান যোগ্য। তবে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবার আশঙ্কার কারণে শুধু প্রথম বক্তা অধ্যাপক হীরালাল হায়দারের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করব। এই অংশে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কীভাবে ভারত সরকার ১৯০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সহানুভূতির জায়গা থেকে কোনো এক অজানা কারণে এক সময়ে উদাসীন হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে উদাসীন অবস্থা থেকে বিরূপ হয়ে উঠলেন। হীরালাল হায়দারের বক্তব্য থেকে সেই সময়ের ঘটনার পরম্পরা বুঝতে সাহায্য করবে।

"The report of the Committee should be an eye-opener to many. It is an effective reply to those who say that the University has wantonly and in unnecessarily bitter conflict with the Government made arrangements for Post-Graduate teaching and research. What are the main facts? The Act of 1904 definitely requires that the Calcutta University should be a teaching University. In accordance with its provisions, arrangements for Post-Graduate instruction were made as soon as that Act came into force. The Government, of India at first viewed with sympathy the efforts of the University in this direction. For some reason or other that sympathy gradually changed into indifference and indifference into hostility. A strong and influential Committee was appointed to inquire into the teaching activities of

the University. That Committee presented a unanimous report. The Government of India intimated that they would be prepared to give their sanction to the recommendations of the Committee if the Senate accepted them.

The Senate approved of the scheme and the organisation for Post-Graduate teaching came into being. How then Can it be said that the Vice-Chancellor alone is responsible for the development that has taken place? It is not necessary to be exceptionally talented to understand that in this imperfect world nothing can be done without money. While money was not wanting for the unnecessary creation of new Universities-nothing was available for the premier University of India. Not only the Government of India did not help the University, but it refused to allow it to help itself. The Government rejected the proposal for increasing the examination fees. At this juncture an important change of scene took place. The Government of India made their exit. The Government of Bengal entered, looking very agreeable and smiling most pleasantly. So bland was the smile that even a sedate man like Sir Nilratan Sircar was captivated. The outlook seemed to be bright and hopeful. This, was in February, 1921. But in February, 1922, the smile most unaccountably was changed into a frown, and a few days later in March, came the famous outburst. March is, no doubt, a season of thunderstorms, but so sudden a thunder clap on the very first day of the month was scarcely expected. “Thoughtless expansion” “almost a criminal act,” exclaimed the Minister of Education! But in spite of this indictment, the Vice-Chancellor is not in the prisoner’s dock. On the contrary he happens to be in excellent company, in the company of no less a man than the renowned philosopher, Edward Caird. The result of his efforts to reform the University of Glasgow, is thus stated by his biographers-”There ensued a rapid and large development of teaching power in the University. A great many lecturers and assistants were appointed, more subjects were taught, and the ways in which subjects could be chosen and grouped for degrees are now not easily numbered. Moreover, the influence exerted by the large younger staff of lecturers and assistants upon both the Professors and the undergraduates is, to put it modestly, informing for the latter and stimulating for both.” By what strange mischance is it that what is praiseworthy in Glasgow- becomes criminal in Calcutta? P-671

If, after the vituperation of March and July last, the money voted by the Council had safely arrived, it would have been some consolation. But it is not within sight, and we poor teachers of the University are still starving. There is a Bengalee saying "Dog, wait in expectation until the month of Pous, rice will be given to you then." The month of Pous is coming. I wonder whether the Minister of Education is going to give us rice, then.

Why the letter of the 23rd August was written is a mystery. The best course for the Government would have been, as Principal Bose suggested at the time, to send the report of the Accountant-General to the University with the request that necessary action might be taken. If the object of the Government really was to improve the financial position of the University, they committed a sad blunder in writing a letter like that. If, on the other hand, their object was to humiliate the University, they have admirably succeeded in achieving that purpose. I have heard people asking why the University could not accept the conditions of the Government, some of which at any rate were not unreasonable. The answer is that they could not be accepted because they are presented as an ultimatum. No self-respecting body that values its freedom can tamely submit to dictation. Sir, they in the Ministry of Education would do well to study Psychology a little. They will then understand that it is not easy for a self-respecting man or a self-respecting body of men to accede to demands made at the point of the bayonet.

[Source: Senate Meeting No. 21, December 2, 1922]

ওই কমিটির রিপোর্টে সরকারের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে সেই সময়ে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী হার্বার্ট ফিশারের একটি উক্তি তুলে ধরা হয়। যাতে তিনি জানাচ্ছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অটনমির ব্যাপারে কোনো রকম আপোষে তিনি রাজি নন। সেই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি তুলে ধরা হয়েছিল–

"No one appreciates more fully than myself the vital importance of preserving the liberty and autonomy of the Universities. The state is, in my opinion, not competent to direct the work of education and disinterested research which is carried on by Universities, and the responsibility for its conduct must rest solely with their Governing Bodies and Teachers. This is a principle which has always been

observed in the distribution of the funds which Parliament has voted for subsidising university work; and so long I have any hand in shaping the national system of education, I intend to observe the principle."

Source: The University and the Goernment: 1904-24, by Tripurari Chakraborty, Hundred Years of the University of Calcutta p-199]

এই আলোচনায় শেষে স্যার আশুতোষ কিছু মন্তব্য করেছিলেন যা স্মরণীয়। তার আগে তিনি বলেছিলেন– "This is the greatest crisis in the history of this university, which I have witnessed during a period of 34 years." সেই দিনের সেনেট মিটিং তিনি শেষ করছেন এই বলে–

"Take it from me that as long as there is one drop of blood in me, I will not participate in the humiliation of the University. This University will not be manufactory of slaves. We want to think truly. We want to teach freedom. We shall inspire the rising generation with thoughts and ideas that are high and ennobling. We shall not be a part of the Secretariate of the Government. What is the offer? Two and a half lacs! And you solemnly propose that we should barter away our independence for it. What will Bengal say? What will India say? What will the Post-graduate teachers say? They will resign tomorrow. They will go into banishment rather than take money under those humiliating conditions. What will posterity say? Will not future generations cry shame, that the Senate of the Calcutta University bartered away their freedom for two and a half lacs of rupees? We will not take the money. We shall go from door to door all through Bengal. We shall rouse the public conscience of Bengal. Our cause is just and we shall not submit to humiliating conditions. Our Post graduate teachers would starve themselves, rather than give up their freedom. I call upon you, as members of the Senate to stand up for the rights of your University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as Senators of this University, as true sons of your Alma Mater.

Freedom first, freedom second, freedom always nothing else will satisfy me."

[Source: The University and the Goernment: 1904-24, by Tripurari Chakraborty, Hundred Years of the University of Calcutta p-200]

স্বাভাবিকভাবেই সকলেই এই রিপোর্টের পক্ষে সায় দিয়েছেন এমন নয়। বেশ কয়েকজন এর বিরোধি বক্তব্যও রেখেছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল যে সরকার বিশ্বিবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যাপারে মাথা গলালে অসুবিধেটা কোথায়? তাঁদের মতে সরকার তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালর জন্যই সেটা করতে চাইছেন। আসলে এনারা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় তার মর্মটাই জানেন না। সেজন্যই সরকারের হস্তক্ষেপে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাননি। অথচ স্বাধীন চিন্তার পরিসর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধিকারটুকু বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমানুষদেরই। সেই সময় আশুতোষ ও প্রফুল্লচন্দ্রের মত মানুষেরা ছিলেন, যাঁরা ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারতেন। তবে সেদিনের মিটিং-এর পর যখন প্রস্তাবটি ভোটাভুটিতে দেওয়া হয় তখন কেউই এর বিরুদ্ধে ভোট দেননি।

উপাচার্য পদের লোভ দেখানোয় আশুতোষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

স্যার আশুতোষ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল এর কিছুকাল পরেই। ১৯২৩ সালের কথা। লর্ড রোনাল্ডশ অবসর নেওয়ার পরেই লর্ড লিটন হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরকারের টানাপোড়েন সামলানোয় উদ্যোগী হলেন।

তিনি স্যার আশুতোষকে একটি চিঠি লেখেন। ভাবখানা যেন সরকারের সাথে ঝামেলা বিবাদ ভুলে আসুন আমরা একসাথে কাজ করি। আর আপিনিও উপাচার্য পদে থেকে যান। সেই সময় উপাচার্য পদের দু'বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। সাহেব তাই ওনাকে পুনর্বহালের টোপ দিয়ে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না তাঁর।

স্যার আশুতোষ র জবাবে একটি চিঠি দেন। চিঠিটি আকারে একটু বড়। এই চিঠির এক জায়গায় সাহেবকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কখনই আবেদন করে উপাচার্য পদে আসীন হননি। তাঁর 'সার্ভিস' চাওয়া হয়েছে বলেই তিনি এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'আলমা মাটার'-এর কাজে লাগা। কিন্তু কোনো রকম শর্তাধীনে এই পদ গ্রহণে তিনি আগ্রহী নন। তবে তেমন লোক খুঁজলেই পাওয়া যায়। চাইলে খুঁজে নিতেই পারেন। চিঠিটি সবাই পড়তে পারলে ভাল হত। কিন্তু এতো লম্বা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। (চিঠিটি সংযোজন হিসেবে শেষে দেওয়া হবে। চাইলে পড়ে নিতে পারেন।)

সেই পরাধীন যুগেও এই ভাবে একজন গভর্নরনের চিঠির জবাব দেওয়া যায় দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি চিঠি শেষ করছেন এইভাবে–

"I am not surprised that neither you nor your Minister can tolerate me. You assert that you want us to be men. You have one before you, who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him. It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performances of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire: I decline the insulting offer made to me.

Yours sincerely,

Asutosh Mookerjee"

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta, p-300]

স্যার আশুতোষের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন হন শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২৩-এর ৯ই জুন তারিখে তিনি উপাচার্য হিসেবে সেনেটের প্রথম মিটিং করেন। সেই মিটিং-এ স্যার আশুতোষ উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষ আন্তরিকভাবেই নতুন উপাচার্যকে অভিনন্দন জানান।

প্রাদেশিক সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিল

বাংলার গভর্নর তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড রোনাল্ডশ'র কার্যকাল শেষ হওয়ার পর সেই পদে অধিষ্ঠিত হন লর্ড লিটন। এই সময়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির এক্তিয়ার নিয়ে একটি পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তের ভার নিজের হাত থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে। ১৯২১ সালের ২৭শে মার্চ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। সেই মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারত সরকারের আওতা থেকে বাংলার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসে। ফলে তার পর থেকেই ভারতের গভর্নর জেনারেলের বদলে বাংলার গভর্নরই পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদে আসীন হতে থাকেন। বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন পদাধিকার বলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হলেন। সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কের বিষয়টি নতুনভাবে গড়ে তোলায় প্রয়াসী হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা বিলের খসড়া তৈরি হয় বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশের জন্য। উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে বিশেষ করে নজর দেওয়া এবং প্রয়োজনমত সাহায্য করা। কিন্তু স্যার আশুতোষ এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। বিশ্বিবিদ্যালয়ের ওপর কোনো রকম খবরদারির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল অতি স্পষ্ট। সেটা তিনি ১৯২৩ সালের কনভোকেশনে বক্তবা রাখার সময় চ্যান্সেলারের উপস্থিতিতেই বলেছিলেন–

"The University must be free from external control over the range of subjects of study and methods of teaching and research. We have to keep it equally free from trammels in other directions-political fetters from the State, ecclesiastical fetters from religious corporations, civic fetters from the community and pedantic fetters from what may be called the corporate repressive action of the University itself."

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta, p-294]

১৯২৩ সালের ২৪শে মার্চের সেই বক্তৃতাই ছিল তাঁর শেষ কনভোকেশন বক্তৃতা। সেই মাসের শেষেই তাঁর উপাচার্য পদের দু'বছরের টার্ম শেষ হয়। তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসেবে সেনেটের সদস্য থেকে যান।

স্যার আশুতোষ মুখার্জীর জীবনাবসান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় দিক বদল

এর পরে আর বেশি দিন বাঁচেননি স্যার আশুতোষ। ১৯২৪ সালের ২৫শে মে তারিখে মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। আশুতোষ মুখার্জীর মারা যাবার পর ওনাকে স্মরণ করা রবি ঠাকুরের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। ড. প্রমথনাথ ব্যানার্জীর লেখা প্রবন্ধে তার উল্লেখ রয়েছে "Asutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education".

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তিনি কী বুঝতেন সেটা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চের কনভোকেশন বক্তৃতায়। তাঁর কথায়–

"To my mind the University is a great store-house of learning, a

great bureau of standards, a great workshop of knowledge, a great laboratory for the training as well of men of thought as of men of action. The University is thus the instrument of the State for the conservation of knowledge, for the discovery of knowledge, for the distribution of knowledge, for the applications of knowledge, and above all, for the creation of knowledge-makers."

বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কী বোঝায় তার এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সত্যিই বিরল।

এই কনভোকেশনেই চ্যান্সেলর রোনাল্ডশ আশুতোষ সম্পর্কে এক অসাধারণ স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। ওইদিন আশুতোষের আইনে ডক্টোরেট ডিগ্রি পাওয়ার ২৫ বছর উপলক্ষ্যে ওনার হাতে 'সিলভার জুবিলি ভলিউম'টি তুলে দিয়ে আশুতোষের সম্পর্কে বলেছিলেন–

"These Silver Jubilee Volumes will, consequently, constitute a unique collection of the contributions to learning of members of the University which, far more than any other individual, Sir Asutosh Mookerjee has been responsible for converting from a mere examining board into an active centre of teaching and research. No more suitable form could have been found for a gift designed to commemorate his great and peculiar services to the cause of education and learning in this country. It is gratifying to find that, with the passage of years, his energy and enthusiasm remain unabated." The Chancellor continued, "... the greatest landmark in the history of the University in recent years is undoubtedly the creation of the Councils of Post-graduate Studies... I gave the scheme my whole-hearted support, because it seemed to me that it was calculated to establish in Calcutta, under the auspices of the University, a real centre of learning and research, and to do much by resuscitating interest in the ancient culture of the country to stimulate thought on lines congenial to the particular genius of the Indo-Aryan race. I had in mind famous Indian Universities of a past age, such, for example, as Nalanda."

চ্যান্সেলার রোনাল্ডশ যে বিদ্যানুরাগী মানুষ ছিলেন, স্যার আশুতোষ সম্পর্কে ওনার এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। আশুতোষ মুখার্জী দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থেকেছিলেন। সেই হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের আধিকাংশ সময় ব্যয় করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে।

স্যার আশুতোষের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান বদল হয়। এরপর এক সময় বাংলার প্রাদেশিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয় এবং সরকারের সাথে সমঝোতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলতে থাকে। আর্থিক বোঝা কমাবার জন্য সরকারের পরামর্শ মত নানান পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে। তার মধ্যে শিক্ষক সংখ্যা কমানোর থেকে শুরু করে আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য কোনো কোনো বিভাগের পড়াশুনোই বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিনিময়ে সরকারও কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়। অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি ও অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সেক্সও পঠনপাঠন শুরু হয় এবং এক সময় পালিত বিল্ডিং থেকে আলাদা আলাদা বাড়িতে উঠে যায়।

[স্বীকারোক্তি: ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অনির্বাণ কুন্ডু'র ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস নিয়ে লেখা 'সোনাঝরা দিনগুলি' পড়ে উৎসাহিত হয়ে এমন একটি লেখার কথা ভাবনায় এসেছিল। সেজন্য ওই লেখকদ্বয়ের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। যেহেতু এই লেখায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের বলা কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই একই কথার পুনরোল্লেখ এড়ানো সম্ভব হয়নি। আর স্বীকার করতেই হয় যে লেখাটি এক দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে অ্যাপলায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের সূচনা পর্বের ইতিহাস তুলে ধরা গেল না। সব শেষে জানাই যে এখানকার সব উদ্ধৃতি আর্কাইভে যেমন রয়েছে অবিকল সেভাবেই রাখা হয়েছে।

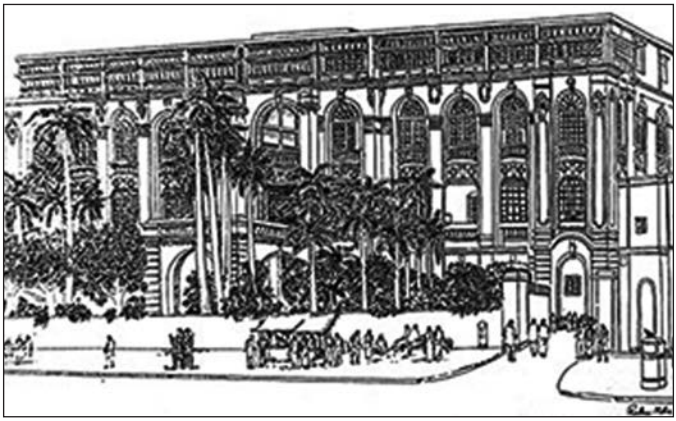

পালিত বিল্ডিং (রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ)

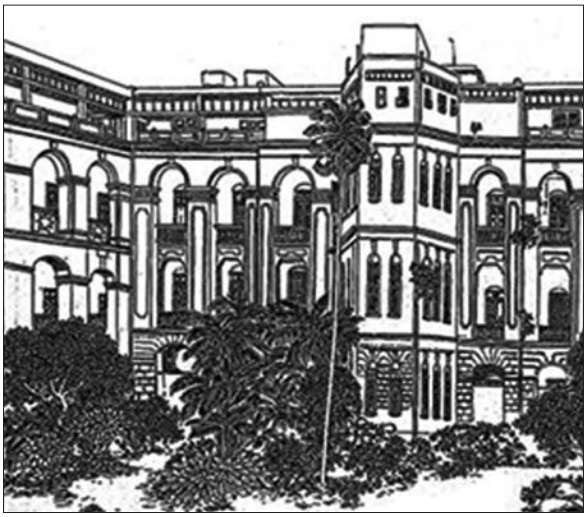

পালিত বিল্ডিং-এর ভিতরের মাঠ থেকে (রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ)

সায়েন্স কলেজে অ্যাপ্লায়ড ফিজিক্স বিল্ডিং (বাঁ-দিকে সাহা ইন্সটিটিউটের বিল্ডিং)
(হাতে আঁকা সমস্ত বিল্ডিং-এর ছবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া)

সংযোজন

গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষকে লেখা চিঠি এবং স্যার আশুতোষের উত্তর।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসের শেষে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর দ্বিতীয় বারের উপাচার্য পদের মেয়াদ নিয়ম মাফিক শেষ হওয়ার কথা ছিল। ২৪শে মার্চ তারিখে বাংলার গভর্নর জেনারেল তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড লিটন স্যার আশুতোষকে একটি চিঠি দেন। চিঠির বক্তব্য ছিল যেহেতু উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে, তাই নতুন উপাচার্য নিয়োগ সময় হয়ে এসেছে। নতুন উপাচার্য পদে স্যার আশুতোষের নাম বিবেচনা করা যেতে পারে যদি সরকারের বিরোধি অবস্থান ত্যাগ করে সহযোগিতা করবেন বলে কথা দেন। স্বভাবতই এমন শর্তাধীনে উপাচার্য পদ গ্রহণ করার কথায় আশুতোষ খুবই ক্ষিপ্ত হন। এর দু'দিন পর, অর্থাৎ ১৯২৩এর ২৬শে মার্চ আশুতোষ সেই চিঠির জবাব দেন। একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত তার অপূর্ব নমুনা এটি। একটি অনবদ্য দলিল এই চিঠি।

সংযোজন - ১

বাংলার গভর্নর জেনারেল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড লিটনের ২৪ শে মার্চ ১৯২৩ তারিখে স্যার আশুতোষ মুখার্জী'কে লেখা চিঠি।

Government House, Calcutta
24th March, 1923

Dear Sir Asutosh,

With reference to the Vice-Chancellorship about which I spoke to you on Wednesday last I am well aware that this office has entailed

upon you a heavy burden of work, and that though a post of honour and responsibility, it is not coveted by you for any reason except a wish to serve the University which you love, and to the welfare of which you have devoted your life. As you know, the appointment has to be made not by the Chancellor but by the Local Government, that is to say, by the Governor and the Minister jointly, and we both wish to know to what extent we can count on your co-operation. I am anxious to retain your services in this post because I feel that your powers and your attainments are of great value to the University and to the cause of higher education in Bengal. But if those powers and attainments are used in opposition to the Government in the belief that you are thus serving the interests of the University, your continued occupation of the post would be impossible.

You have seen our Bill, you have heard from me on more than one occasion that in framing it we are anxious to retain the largest measure of academic independence which can be secured for a University which is bound to Government in its origin and in its constitution and which is at present in need of financial assistance. I have asked for your suggestions, and I should welcome your criticism, provided it is offered as a fellow worker and not addressed to outside bodies. The continuance of the course you have followed during the last few months would entirely preclude my favouring your re-appointment. Hitherto you have given me no help; you have on the contrary used every expedient to oppose us. Your criticisms have been destructive rather than constructive; you have misrepresented our objects and motive, and instead of coming to me as your friend and Chancellor with helpful suggestions for the improvement of our Bill, you have inspired articles in the Press to discredit the Government. You have appealed to Sir Michael Sadler, to the Government of India, and the Government of Assam to oppose our Bill. All this has been the action not of a fellow worker anxious to improve the conditions of co-operation between the Government and the University, but of an opponent of the maintenance of any connection between the two. I should not complain of this if you avowed yourself an open antagonist and said to me frankly, "in the interests of the University I am obliged to oppose your policy and cannot co-operate with you." But in that case, you could not expect the Government to retain you as a colleague and ask you to continue as Vice-Chancellor.

I invite you at this time when the Vice-Chancellor's office must be filled anew, a time which is also one of momentous consequence to the University, to assure me that you will exchange an attitude of opposition for one of whole-hearted assistance, for in our co-operation lies the only chance of securing public funds for the University without impairing its academic freedom. If you will do this, if you will work with us as a colleague and trust to your power of persuasion to get what you consider the defects in our Bill amended, if you can give an assurance that you will not work against the Government or seek the aid of other agencies to defeat our Bill, then I am prepared to seek the concurrence of my Minister to your reappointment as Vice-Chancellor and I am confident that we can produce a Bill which will both secure the approval of the Legislative Council and be of lasting benefit to the University. If you cannot conscientiously do this, you must make yourself free to oppose me by ceasing to be Vice-Chancellor.

I shall be glad to hear from you before Tuesday and I await your answer with the hope that whatever your decision may be, it will make the future easier for both of us.

Believe me,

yours sincerely,

সংযোজন - ২

বাংলার গভর্নর জেনারেল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড লিটনের ২৪ শে মার্চ ১৯২৩ তারিখের চিঠির জবাবে স্যার আশুতোষ মুখার্জী'র লেখা চিঠি।

SENATE HOUSE, Calcutta,
26th March, 1923

Dear Lord Lytton,

I am in receipt of your letter, dated the 24th March, which reached me on Saturday evening, after I had returned home from the Convocation. I shall in my reply speak without reserve and hesitation

as you have made most unjust and unmerited imputations on my conduct.

Before I record my views on your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor and the conditions that accompany it, I shall deal with your remarks on my attitude towards the proposed scheme of legislation. I cannot reproduce here the contents of the correspondence which has passed between you and me on this subject, but it seems clear that you could not have refreshed your memory by its perusal before you criticised my conduct. You could not possibly have forgotten that in the letter which I wrote to you on the 4th November, 1922, after I had received a copy of the University Bill from Mr. Mitter, I expressed in unmistakable terms my disapproval of its contents and the principles underlying it. That Bill came upon me as an absolute surprise. Mr. Mitter, you might remember, asked for my personal opinion. In your letter, dated the 8th November, 1922, you distinctly wrote to me that Mr. Mitter had told you that the Senate of the University had been consulted officially but that my personal opinion, had not been invited. This, as I intimated to you later, was the exact opposite of truth. This was followed by protracted correspondence and interviews with you, in the course of which I explained to you my views upon the draft Bill. At length on the 11th January, 1923, you gave me permission to consult the members of the Senate on the provisions of the Bill. At about the same time I received from you a copy of the Secondary Education Bill; all information regarding its contents, though repeatedly asked for, had been kept back by the Government from the University. The Senate, thus placed in possession of the two Bills, appointed a Committee to report on their provisions. Before the views of the University could be formulated and communicated to you, you adopted, in spite of my earnest protests and the remonstrance of the Senate, an absolutely indefensible course. You forwarded the Bill or Bills to the Government of India with a view to obtain its sanction to introduce them into the Legislative Council. If you refer to the correspondence, you will find that I and my colleagues on the Senate made a desperate effort to convince you that as the Bills were open to grave objections, they should not be adopted as Government measures before full and searching enquiry. Our appeals and

protests were totally disregarded. You now make a grievance that I have used every expedient to oppose your Government to arrest the progress of the measures. You complain that I have appealed to the Government of India and the Government of Assam. You will be surprised to hear that what I have done has been perfectly constitutional. In your letter, dated the 11th January, 1923, you stated explicitly that I would be free to take what steps I please to discuss the Bill with the members of the Senate. In my reply, dated the 14th January, 1923. I stated that in view of the importance of the questions raised, I had decided to give an opportunity to every member of the Senate to discuss the provisions of the Bills. The Senate, it may not be known to you, includes His Excellency the Governor of Assam, the Member of the Council of the Governor-General in charge of the Department of Education, the Minister for Education in Assam, and the Director of Public Instruction in Assam. The papers were forwarded as confidential documents to each of these gentlemen. If I had withheld the papers. from them, they would have been entitled to make legitimate grievance against me. If the result has been that they have formed an unfavourable opinion of the measure devised by your Government, and have taken such steps as they consider necessary and proper, you may regret it, but surely that is not a ground for complaint against me. You also make a grievance that I have appealed to Sir Michael Sadler. Your Government, notwithstanding my advice and the advice of the Senate, has unceremoniously rejected the recommendations made by the Commission over whose deliberations Sir Michael Sadler presided. If I had intimated this fact to Sir Michael Sadler, a fact which has been a matter of public knowledge for many weeks past. I did it in the best interests of the University and of the country. Again, you do not hesitate to assert that I have inspired articles in the Press to discredit your Government. This is a libel and I challenge you to produce evidence in support of this unfounded allegation.

You complain that my criticisms have been destructive rather than constructive. Yes, the criticisms have been destructive of the provisions of the Bills which appeared to me and to my colleagues on the Senate to be most objectionable, framed, as we did not hesitate to record, from a political and not an educational

standpoint. You seem to regret that our criticisms have not been constructive, but you have never cared to invite the University to frame a constructive scheme for the benefit of your Government. I have on more than one occasion, as you will no doubt recollect, offered to draw up a Bill with the assistance of my colleagues on the Senate and representatives of your Government, but I have received no response.

You complain that I have hitherto given you no help. I maintain that I have constantly offered you my help and advice which, for reasons best known to you alone, you have not accepted. I have written to you letter after letter, even in the midst of terrible sorrows, commenting in detail on the provisions of the Bills. You have never cared to reply to the criticisms thus expressed. On the other hand, although I found from your letter, dated 11th January, 1923, that you were convinced that the proposed amendments were, as predicted by me, impossible of accomplishment in an amending Bill, I discovered much to my surprise a few days later that you were determined to push on the amending Bill and send it up to the Government of India for sanction.

Again, the report of the Committee on the two Bills (which we took great pains to prepare) minutely criticised their clauses and challenged the ideal that lay beneath them. You have never recorded your opinion on our views. You have not even given me the opportunity to discuss the report with you. On the other hand, I cannot overlook that your letter to me, dated 15th February, 1923, made it quite clear that you did not realise the gravity of the issues and you did not hesitate to express your impatience at the space that our criticisms occupied.

I notice that you charge me with having misrepresented your objects and motives. I most emphatically repudiate this unfounded charge. On the other hand, it would be interesting to know whether when you stated to the Legislative Council that your ‘anxiety to consult the authorities of the University and to obtain their support as far as possible, was responsible for the delay,’ you were already aware of the attitude taken up by the Government of India.

If you have the courage to publish to the world all the documents on

the subject and the entire correspondence which has passed between us, I shall cheerfully accept the judgment of an impartial public.

I shall finally consider your offer to re-appoint me as Vice-Chancellor subject to a variety of conditions. There are expressions in your letter which imply that I am an applicant for the post and I am in expectation of re-appointment. Let me assure you that if you and your Minister are under such an impression, you are entirely mistaken. You ask me to give you a pledge that I shall exchange an attitude of opposition for one of whole-hearted assistance. You are apparently not acquainted with the traditions of the high office which I have held for ten years. I was first called upon to accept the office of Vice-Chancellor by that God-fearing soldier, the late Earl of Minto. He did not bind me with chains but on the other hand, expressly enjoined me to work in concurrence with the Senate in such manner as might appear to my judgment to be in the truest interests of the University. We had in fact many open conflicts with the views of the Government in those days; you will however be interested to know that at the Convocation on the 12th March, 1910, Lord Minto referred to me in the following words: 'Now that my high office is drawing to a close I rejoice to feel that the administration of this great University will continue to benefit from your distinguished ability and your fearless courage'. During the time that Lord Hardinge was Chancellor of the University, we had many an acute difference with the Government and as Vice-Chancellor I never hesitated to express my disapproval of Government measures when they appeared to me to be injurious to the interests of the University. Lord Hardinge had the generosity repeatedly to congratulate me on the bold stand we had from time to time made against the views maintained by his Government. When two years ago at the insistent request of Lord Chelmsford and Lord Ronaldshay I accepted their invitation to hold the post of Vice-Chancellor, I stated distinctly that I would spare no efforts to devote myself to the service of the University and to promote to the best of my judgment and ability the truest interests of my Alma Mater which have been always dearest to me. From the conversation that I had with Lord Ronaldshay at that time, I discovered that no one appreciated more keenly than he the need and value of a thoroughly independent Vice-Chancellor.

Let me assure you that this high tradition was not created by me. It was my privilege to work as a member of the Syndicate with eight successive Vice-Chancellors during a period of seventeen years, before I was called upon to accept that post, and most, if not all of them, were eminent men imbued with the traditions of the office from the time of their predecessors. Many of the occupants, ever since the days of our first Vice-Chancellor, Sir James Colvile, Chief Justice of the Supreme Court, have been men who had taken oath to administer justice in the name of their sovereign. To them it would have been a matter of astonishment to be told that as Vice-Chancellors, they were accepted to adapt themselves to the views of the Government, simply because it was the Government which had the appointment in its gift. I have, I maintain, scrupulously adhered to the cherished traditions of my office and it has never entered into my mind during the last two years that I was seriously expected to adapt myself to the wishes of your Government.

Surely, my attitude toWwards the policy adopted by your Government in the matter of University Legislation has been quite familiar to you for some months past, and you have never before this ventured to convey a suggestion to me that my action as Vice-Chancellor has been unworthy of my office. I quite realise that I have not in the remotest degree tried to please you or your Minister. But I claim that I have acted throughout in the best interests of the University, notwithstanding formidable difficulties and obstacles, and that I have uniformly tried to save your Government from the pursuit of a radically wrong course, though my advice has not been heeded.

I am not surprised that neither you nor your Minister can tolerate me. You assert that you want us to be your men. You have one before you, who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him. It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice- Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government, and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performances of a Vice Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire: I decline the insulting offer you have made to me.

Yours sincerely,

Asutosh Mookerjee

[Source: Reform and Reorganization: 1904-24, by Prof Pramathanath Banerjee, Hundred Years of the University of Calcutta, p-294-300]

APPLIED PHYSICS ALUMNI ASSOCIATION (APAA)
Department of Applied Physics
University of Calcutta

92 APC Road, Kolkata-700009
West Bengal, India

Email : apalumni.cu@gmail.com
Website : www.cuapaa.com

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে শুধুমাত্র স্কুল এবং কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা ও শংসাপত্র বিতরণ করা হত। স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশুনো শুরু হয় ১৯০৯ সাল নাগাদ। শুরুতে ভাষা, আইন ইত্যাদি বারোটি বিষয়ে পড়ানো হলেও অর্থের অভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ শুরু করা যায়নি। অবশেষে উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জীর উদ্যোগে এবং স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দেওয়া জমি বাড়ি এবং অর্থের সাহায্যে ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান কলেজ। এরপর স্যার রাসবিহারী ঘোষের আর এক দফা আর্থিক অনুদান নিয়ে শুরু হয় কারিগরি বিভাগ। ১৯২০ সালে ড. ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ গড়ে তোলার জন্য স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম আর্থিক সঙ্কট চলছিল। সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারির শর্তে সাহায্য দিতে রাজি হয় সরকার। কিন্তু স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে সেনেটের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের শর্তসাপেক্ষে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। সরকারের সঙ্গে সেই টানাপোড়েনের ঐতিহাসিক নথিও উদ্ধৃত হয়েছে এই সংকলনে, যাতে ধরা পড়েছে কতখানি পরিশ্রম আর ঐকান্তিক উদ্যোগের ফলশ্বরূপ ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের পঠনপাঠন শুরু করা সম্ভব হয়েছিল।

লেখক পরিচিতিঃ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৬৫ ব্যাচের ছাত্র। কর্মজীবন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। ২০০৪-এ অবসর গ্রহণ। বর্তমানে 'অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন'-এর কার্যকরী সভাপতি।